পরিণীতা

(সামাজিক নাটক)

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত

প্রকাশক

শ্রীঅজিত শ্রীমানী

কলিকাতা।

তৃতীয় সংস্করণ
মাঘ, ১৩৫৭ সাল

এক টাকা

শ্রীঅজিত শ্রীমানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং বাণীপ্রেস ১৬নং হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা হইতে শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ-পত্র

পরম পুজনীয় স্বর্গীয় বিরাজমোহন চৌধুরী

পিতৃদেবের প্রীতি-কামনায়—

পিতৃদেব—

প্রবীণ আত্মীয়ের মুখে শুনিয়াছি—আমার নাট্যরচনা ও অভিনয়শক্তি পৈত্রিক সম্পদ উত্তরাধিকার সূত্রে আপনার নিকট হইতেই পাইয়াছি নাটকখানি আপনার নামে উৎসর্গ করিলাম।

প্রার্থনা, আপনার আশীর্ব্বাদে আমি যেন উৎকৃষ্টতর নাট্যরচনার শক্তি লাভ করি।

'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥'

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

নিবেদন

"পরিণীতা" নাটকখানি যদিও আমার দুই বৎসর আগেকার রচনা কিন্তু নাট্য-নিকেতনে অভিনয় হইল বড় তাড়াতাড়িতে। নাটকের মর্ম্মকথা—তরুণের আত্মপ্রতিষ্ঠা! নূতন যুগের ছেলেমেয়েদের মধ্যে modern, ulter modern প্রভৃতি কথাগুলির খুব চলন হইয়াছে। নবযুগের বাণী যিনি শুনিতে পান, বুঝিতে পারেন—তিনিই modern; বিদেশী সাহিত্যের ধারকরা বুলি বলিতে পারিলেই modern হওয়া যায় না। সাহস, বীরত্ব, সহানুভূতি, আত্মত্যাগ, সত্যানুরক্তি এই সকল গুণের আদর সংসারে আবহমান কাল ধরিয়াই আছে।

সত্য চিরদিনই সত্য—যুগে যুগে তার রূপান্তর ঘটে। modern বা ultra modern সেই শাশ্বত সত্যেরই একটী নূতন রূপ। সে একটু বেপরোয়া—তার মিথ্যা বিনয় ও মৌখিক ভদ্রতা নাই।

চারিদিকে modern এর যে ধূয়া উঠিয়াছে সিনেমা ও থিয়েটারেও সে ধূয়া চলিয়াছে। আধুনিক হইতে হইলে নাকি গরীব বাঙালীর ছেলেকেও সাহেবী পোষাক পরিতে হইবে, ধার করিয়া হোটেলে খাইতে হইবে এবং ট্যাক্সি চড়িতে হইবে! থিয়েটার, সিনেমায় modernএর যে রূপ দেখা দিতেছে তাহা খানিকটা ওই ধরণের। আধুনিক নাটক মানে নাকি ঐ রকম সাজপোষাক পরা অপরূপ জীবের চরিত্র যাহাতে আছে। আধুনিক বলিতে আমি যাহা বুঝি এ নাটকে তাহাই দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। আধুনিক প্রাণশক্তিতে শক্তিমান, সুতরাং সুন্দর—তাহাকে দেখিলেই প্রাণে আনন্দ জাগে, প্রবীণ তাহাকে স্বীকার করিয়া লয়—অভ্যর্থনা করিয়া বলে—"এই যে তুমি এসেছ, তোমাকেই চাইছিলাম।"

এই প্রসঙ্গে আধুনিক নাটক সম্বন্ধে একটা কথা বলা দরকার। আধুনিক নাটক লিখিতে হইলেই যে আধুনিক কালের ঘটনা ও আধুনিক

কালের নরনারীর চরিত্র চিত্রণের একান্ত প্রয়োজন আছে তাহা নয়। আধুনিক নাটক মানে আধুনিক টেক্‌নিকের নাটক। প্রাচীন ঘটনা লইয়াও আধুনিক নাটক লেখা যায়।

এই নাটকখানি অতি অল্প সময়ের মধ্যে অভিনয় করিবার জন্য নাট্য-নিকেতনের কর্ম্মকর্ত্তা সুহৃদ্‌বর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয় এই বৃদ্ধ বয়সে, ভগ্ন স্বাস্থ্যে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। সেই কারণে আমি সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই ধন্যবাদ জানাইতেছি। নাটকের অনেক ক্ষুদ্র ত্রুটির প্রতি তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমার কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

অল্প সময়ের মধ্যে নাট্যনিকেতনের প্রত্যেক অভিনেতা অভিনেত্রী তাঁহাদের স্ব স্ব ভূমিকাগুলিতে আত্মনিয়োগ করিয়া সমগ্র অভিনয়ে অপূর্ব্ব প্রাণশক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই আমার স্নেহের ও আশীর্ব্বাদের পাত্র। নাটকের পরিপূর্ণ সাফল্যের জন্য শ্রীমান জহর গঙ্গোপাধ্যায়ের অসাধারণ অভিনয় নৈপুণ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমার সোদরোপম সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত সুরেশ চৌধুরী মহাশয় নিজের রচিত দুইখানি গান দিয়া এবং সমস্ত গানে সুর সংযোজনা করিয়া আমায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। দর্শকবৃন্দ প্রথম রাত্রি হইতেই অভিনয় দর্শনে যেরূপ উল্লসিত হইতেছেন, তাহাতে মনে হয়—শ্রীভগবানের কৃপায় আমাদের সমবেত পরিশ্রম কিছু সার্থক হইয়াছে। নিবেদন ইতি—

২২।৩এ, গালিক ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
২২ই মাঘ, ১৩৫৭

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

নাট্যনিকেতন

২নং রাজা রাজকিষণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উদ্বোধন রজনী

৯ই পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৪৭

ইং ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৪০

রাত্রি ৭৷৷০ টায়

সংগঠনকারিগণ

কর্ম্মকর্ত্তা	...	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহ।
নাট্যশিক্ষক	...	শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী।
প্রযোজক	...	শ্রীসুধীর গুহ।
পরিচালক	...	শ্রীসতু সেন।
সুরশিল্পী	...	শ্রীসুরেশ চৌধুরী।
স্মারক	...	শ্রীশচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
ঐ সহকারী	...	শ্রীমণি মুখোপাধ্যায়।
মঞ্চশিল্পী	...	শ্রীসত্যেন রায়।

পরিণীতা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতার নিকটস্থ গ্রাম। জমিদার বাবুর বৃহৎ অট্টালিকার একটী সুসজ্জিত কক্ষ—বড় বড় পুরাতন ষ্টাইলের চেয়ার, কুশন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময়কার বড় বড় Oil-painting দ্বারা ঘরখানি সাজানো।

শ্রীপতিবাবু একখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন, জমিদারীসংক্রান্ত কাগজপত্র দেখিতেছেন। কন্যা চন্দ্রা একখানি 'অমৃত-বাজার পত্রিকা' হাতে লইয়া প্রবেশ করিল।

শ্রীপতি। তোমার মায়ের পূজা শেষ হ'লো চন্দ্রা ?

চন্দ্রা। না, এখনও হয়নি বাবা। তার ওপর আজ অশোক-ষষ্ঠী কিনা ? আজ মায়ের উপোষ।

শ্রীপতি। চা খেতেও পাবেন না ? চা খেয়ে তো উপোষ হয়।

চন্দ্রা। মা উপোষের পর সন্ধ্যাবেলা চা খাবেন। আচ্ছা বাবা—একালের সব খারাপ, আর সেকালের সব ভালো ?

শ্রীপতি। কেন?—আমি তো একথা কোনো দিন বলিনি! সেকাল সেকাল……একাল একাল। ভালমন্দ সেকালেও ছিল, একালেও আছে।

চন্দ্রা। আচ্ছা, আসল খারাপ লোক কাকে বলে বাবা?

শ্রীপতি। যারা ভালো নয়। কেনরে—এ সব কথা কেন?

চন্দ্রা। এমনি জিজ্ঞাসা করছি বাবা। তুমি বলনা, কারা ভালো নয়!

শ্রীপতি। যারা নিজেদের ষোল আনা সুবিধা খোঁজে; অন্য লোকের কথা ভাবে না—down right selfish people.

চন্দ্রা। তুমি রমানাথ বাবুকে কি রকম লোক মনে কর বাবা? ভালো না মন্দ?

শ্রীপতি। রমানাথ! কোন্ রমানাথ?

চন্দ্রা। আমাদের পড়শী। "রায় এণ্ড সন্সে"র রমানাথ বাবু।

শ্রীপতি। রমানাথ মুদী! ও আবার বাবু হ'লো কবে?

চন্দ্রা। কেন? সবাই তো ওঁকে বাবু বলে। মস্ত বড় 'বুইক্ কার' নিয়েছে। বাড়ীঘর সব তকৃতকে ঝকৃঝকে—চমৎকার সাজানো!

শ্রীপতি। তুমি ওদের বাড়ী যাও নাকি?

চন্দ্রা। ওদের বাড়ীর বৌএর সঙ্গে আমার খুব ভাব যে—খাসা বৌটী, চমৎকার কথাবার্ত্তা!

শ্রীপতি। না না, তুমি ওদের সঙ্গে মিশ' না! ওরা ঠিক ভদ্র নয়।

চন্দ্রা। না, বাবা! তোমার মুখে আমি একথা শুনতে চাই না। মা বরং ব'লতে পারেন! তুমি তো কাউকে কখনো কড়া কথা বলনা বাবা! ললিতা বৌদি বেশ ভালো মেয়ে, আর খগেন বাবুও বেশ ভালো লোক……

শ্রীপতি। খগেন বাবুটী কে?

চন্দ্রা। রমানাথ বাবুর বড় ছেলে। তবে নগেন আরো চমৎকার—যেমন গান গায়—তেমনি খেলা করে; সাঁতার কাটে—চমৎকার; খুব modern!

শ্রীপতি। হুঁ! modern!……modern ব'লতে তুমি কি বোঝ?

চন্দ্রা। ওর মাথায় নানা রকম modern ideas আছে!

শ্রীপতি। modern ideas মানে?

চন্দ্রা। এই rights of men and women! সমাজে নরনারীভেদে কার অধিকার কতখানি থাকবে বা থাকবে না—এই সমস্ত!

শ্রীপতি। তার অর্থ এই তো—দোকানদারের ছেলে হয়ে, বনেদী ঘরের মেয়ে বিয়ে ক'রতে ওঁর আপত্তি নেই!

চন্দ্রা। সে বিয়ে ক'রতেই চায় না। বিয়ে সম্বন্ধে কোন কথা বলে না!

শ্রীপতি। কি সম্বন্ধে কথা বলেন?

চন্দ্রা। সে বলে,—বুড়োরা কর্ত্তা হওয়াতেই আমাদের সমাজ-সংসারের এই অবস্থা হয়েছে।

শ্রীপতি। বটে! বুড়োদের অপরাধ?

চন্দ্রা। তারা গদী ছাড়তে চায় না! তার মতে, সে কালের রাজারা যেমন ছেলেদের যুবরাজ ক'রে দিয়ে বানপ্রস্থ করতেন, সংসারের সব বুড়ো বাপদের সেইরকম ছেলেদের ওপর কাজের ভার দিয়ে চুপচাপ্ বসে থাকা দরকার। তারা অনেক দিন কর্ত্তামো করেছে……আর কেন? বলে, কর্ত্তাভজার কাল আর নেই!

শ্রীপতি। বটে! আর কি বলেন?

চন্দ্রা। বলে, বুড়োরা যেমন অভিমানী, তেমনি স্বার্থপর আর তেমনি লোভী। বুড়োদের সরিয়ে ফেলতে না পারলে, আর সংসার বসবাসের যোগ্য হবে না; নিজেরা মারামারি ক'রে তারা সংসারটীকে একেবারে নষ্ট ক'রে ফেলবে!

শ্রীপতি। তার বাপের সম্বন্ধেও কি ছোকরাটির এই রকম ধারণা?

চন্দ্রা। নগেন তার বাপের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলে না……বাপের সঙ্গে সে কথাই বলে না। শুধু নগেন কেন, তাঁর সামনে কেউ কিছু বলে না!

শ্রীপতি। দেখ চন্দ্রা, এ সব কথা তুমি যার কাছ থেকেই শুনে থাকো—These are undigested borrowed ideas……আমি ইচ্ছা করি, তুমি নিজে চিন্তা ক'রতে শিখবে!

চন্দ্রা। এ সব নগেনবাবুর কথা, আমার কথা নয় বাবা!

শ্রীপতি। ওসব নগেনবাবুরও কথা নয়—কথা বিলিতি গ্রন্থকারের। modern কাকে বলে জানো চন্দ্রা?

চন্দ্রা। কাকে বলে বাবা?

শ্রীপতি। সত্যকে স্বীকার ক'রবার সাহস যার আছে, সেই modern! মানুষের সমাজ বা সাংসারিক ব্যবস্থা সব জিনিষ পুরোনো হয়, জীর্ণ হয়; শুধু সত্যই চিরকাল থাকে। modern হ'চ্ছেন চির-কিশোর সত্য!

চন্দ্রা। তাই শ্রীকৃষ্ণ চির-কিশোর!

শ্রীপতি। তোমার সেই গানখানা আজ একবার শোনাও তো মা!

চন্দ্রা। যেখানা তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে?

শ্রীপতি। হ্যাঁ, I am spiritually rundown মনটা ভাল নেই……শান্তি পাচ্ছি না!

(চন্দ্রা গান আরম্ভ করিল)

গান

চির সুন্দর জাগো,
খোল মন্দির দ্বার!

পূজারিণী আঁখি জলে
গাঁথিয়াছে ফুল হার !!
আরতির দীপ জ্বালা
সজ্জিত ফুল ডালা
তব আগমনী গীতে
মুখরিত চারিধার !
অধরে চারু-হাসি
করে মোহন বাঁশী
দেখাও মূরতি তব
নয়নে এসো আমার !!

[গান শেষ হইলে চন্দ্রা প্রস্থান করিল। শ্রীপতিবাবু Calling Bell টিপিলেন—ব্রজেন প্রবেশ করিল]

শ্রীপতি। বাতের ব্যথায় আমায় তো পঙ্গু ক'রে ফেলেছে—দেখছে ব্রজেন !

ব্রজেন। আজ একটু ভাল নয় ?

শ্রীপতি। কই—মনে তো হচ্ছে না।

ব্রজেন। তাই তো, মুস্কিল দেখছি !

শ্রীপতি। উঃ ! এরা তো দেখছি ভারি বাড়াবাড়ি ক'রলে ; অনবরত সুরকীর কলের ঘড়ঘড়ানী……তার ওপর শরীর উপদ্রব ! জীবন কোথায় ?

ব্রজেন। উকীল বাবুর বাড়ী গেছেন আপীলের কাগজপত্তর নিয়ে। বিশু মিস্ত্রি আর তার পরিবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়, আমায় ব'লছিল। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে !

শ্রীপতি। কেন, কি দরকার?

ব্রজেন। তা জানিনে, পাঠিয়ে দেব?

শ্রীপতি। দাও……

ব্রজেন। আমি তাহ'লে একবার আলীপুর ঘুরে আসি।

শ্রীপতি। আসবার সময় এই ওষুধটা কিনে এনো। বাথ্‌গেটের ওখানে পাওয়া যাবে!

[ব্রজেন চলিয়া গেল……বিশু মিস্ত্রি ও তার পরিবার সুখী প্রবেশ করিল]

শ্রীপতি। এস, বিশু! তোমাদের খবর কি? অনেক দিন দেখিনি, সব ভালো তো!

বিশু। ভালো আর কোথায় আছি বড়বাবু?……কলের বাবু তো হামাদের সকলকে ঘর ছেড়ে দিতে নোটীশ দিয়েছে—!

শ্রীপতি। কে নোটীশ দিয়েছে?

বিশু। কলের বড়বাবু—রমানাথবাবু!

সুখী। এই হপ্তা বাদ হামাদের ঘর ছেড়িয়ে চলে যেতে হবে। তাই বাবু, আমরা আপনার কাছে এলাম। আপনি গরীবের মা-বাপ; আপনার ভরসাতেই আমাদের এখানে থাকা!

শ্রীপতি। তুমি তো জানো বিশু, কেশেডাঙ্গা, নীলকুঠী আর তোমাদের এই জায়গাটা যখন রমানাথকে পত্তনি দিই, তখন এই সর্ত্ত ছিল যে কোন প্রজা উচ্ছেদ ক'রতে পারবে না!

সুখী। মোদের সবাইকে ঘর ছেড়ে যেতে হবে বাবু। এখন এই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোথায় যাই বলুন তো বাবু? কাছে এমন জায়গা নেই যেখানে ঘর বাঁধা যায়। তা ছাড়া ঘর বাঁধবার টাকাই বা কোথায় পাবো!

শ্রীপতি। না, এ চ'লবে না······এ চ'লবে না! কি—রমানাথ নিজে বলেছে?

সুখী। হ্যাঁ বাবু, ঐ বাবুই তো ব'ল্লে······"তোমাদের কষ্ট হবে; তোমাদের জন্যে আমি দুঃখিত! কিন্তু, কি ক'রবো বল······ আমার জায়গা চাই! আমার নতুন আদ্‌মী সব আসছে; তাদের জন্যে ঘর বানাতে হবে"। তিনি বড় লোক; তিনি ইচ্ছে ক'রলে সব ক'রতে পারেন!

বিশু। বড়লোক—ঢের বড়লোক আমি দেখেছি! উনি বড়লোক! উনি ভদ্রলোক নয় বাবু······তিরিশ বছর আমরা ঐ ঘরে আছি ···সুখীকে বিয়ে ক'রে ঐ ঘরে ঢুকি বাবু······আপনি তো সব জানেন······তখন আপনার বাবা কর্ত্তা! আপনি আমাদের রক্ষা করুন বাবু!

শ্রীপতি। এই তো Breach of trust······যে সর্ত্তে জমি লিজ্ নিয়েছিল, সে সর্ত্ত রাখছে কই? আচ্ছা; এখুনি রমানাথকে ডেকে পাঠাচ্ছি; (Calling Bell টিপিলেন) ইট্, সুরকী বেচে আর কণ্ট্রাক্টরি ক'রে, লোভ বড় বেড়ে গেছে; কোনদিকে দৃক্‌পাত নেই; কি মনে করে সে? পয়সার গুমোর! কত টাকা জমিয়েছে, ক'দিন চল্‌বে সে টাকায়? এমন জান্‌লে ওকে লিজ্ দিতাম না। ও জমি কি জন্যে চাই তার?

বিশু। আপনার বাড়ীর সামনে সরকার বাবুদের যে বাগানবাড়ী আছে, সেইটে কিনবে—সেইখানে বাবু চিনির কল তৈরী ক'রবেন। সেই কলের কুলী-মজুরদের জায়গা দিতে হবে!

শ্রীপতি। বটে! সরকারদের বাগানবাড়ী কিনবে? চিনির কল হবে? আমার বাড়ীর সামনে চিম্‌নী উঠ্‌বে? ধোঁয়া উড়বে? আমি বেঁচে থাকতে নয়!

বিশু। চমৎকার বাগান ! ওতো আপনাদেরই ছিল বাবু !

শ্রীপতি। হ্যাঁ, বাবা সরকারদের কাছে বিক্রি করেন। ওটা আমাদের অতিথি-বাড়ী······

বিশু। এখানে কল উঠলে, আপনার বাড়ীর আর কিছুই রইলো না বাবু! শুধু ধোঁয়া, ধূলো আর ঘড়ঘড় আওয়াজ দিনরাত চ'লবে······ ঘেনর ঘেনর ক'রবে।

সুখী। আমরা বল্লাম, বড়বাবু কক্ষনো এমন কাজ ক'রত না— আমাদের তাড়িয়ে দিতেন না।

বিশু। তার উত্তরে বল্লে—"ও সব বড়বাবুগিরি, ছোটবাবুগিরি আর চলবে না। আমার দরকার ; তোমাদের যেতে হবে !"

সুখী। আমরাও মুখের ওপর ব'লেছি বাবু,—কোনো ভদ্রলোক এ রকম কাজ করে না।

[শ্রীপতিবাবু উত্তেজিত হইয়া Calling Bell টিপিলেন। ব্রজেন প্রবেশ করিল]

শ্রীপতি। ব্রজেন ! জীবনকে ডেকে দাও তো !

ব্রজেন। তিনি তো ক'লকাতায় গেছেন—উকীলের কাছে !

শ্রীপতি। হ্যাঁ—ভুলে গিয়েছিলাম ! 'আঙুল ফুলে কলাগাছ' হয়েছে ; মনে করেছে, টাকায় সব হয় ! আচ্ছা, রমানাথকে ডাকতে পাঠাও ; সে যেন এখুনি এসে আমার সঙ্গে দেখা করে। (ব্রজেন প্রস্থান করিল) বিশু ! তোমরা এখন যাও ; দেখি, কি ক'রতে পারি !

সুখী। এ পাড়ায় আমাদের থাকতেই হবে বাবু। ওনার কাজকম্মো, আমার দুধ-জোগান—সবই এপাড়ায়। পাড়া ছাড়লে আমাদের রুটি বন্ধ হো যাবে বাবু !

শ্রীপতি। আচ্ছা…আচ্ছা ; আমার সব কথা মনে রইলো! তোমরা এখন যাও!

বিশু। বড়বাবু, আপনি গরীবের মা-বাপ!

সুখী। আমাদের আপনি গোড়ে রাখবেন বাবু!

[উভয়ের প্রস্থান।

শ্রীপতি। তিরিশ বছর ধরে যারা এক জায়গায় আছে, তাদের তুলে দেবে? দিলেই হলো! জমির মালিক তুমি? তোমায় কে তুলে দেয়, তার ঠিক নেই—তুমি অন্য লোককে তুলে দেবে!

(সারদেশ্বরীর প্রবেশ)

শ্রীপতি। শুনেছ! রমানাথের কাণ্ড!

সারদা। বিশুদের তুলে দেবে?

শ্রীপতি। হ্যাঁ, আব্দার! এ আমি হ'তে দেব না। সাত বছর আগে যখন জমি পত্তনি দি—অবশ্য বাধ্য হয়ে দিতে হয়েছিল, নইলে ওকে আমি দিতাম না—তখন সর্ত্ত ছিল, কাউকে তুলতে পাবে না। এতো চুক্তিভঙ্গ!

সারদা। তুমি কি মনে কর, রমানাথের তাতে কিছু এসে যায়?

শ্রীপতি। তার যদি কিছুমাত্র ভদ্রতাজ্ঞান থাকে—

সারদা। সে জ্ঞান তার নেই!

শ্রীপতি। বিশু ব'লছিল, সামনের বাগান বাড়ী কিনে চিম্‌নি তুলবে—চিনির কল হবে। আস্পর্দ্ধার কথা শোন একবার!

সারদা। এই বাড়ীর সামনে চিনির কল! কি কাণ্ড! রায়সাহেবদের বাড়ী আমাদের যাতায়াত বন্ধ? না না, সরকার-গিন্নী আমাদের না জানিয়ে ওদের বেচবে না।

শ্রীপতি। যাই হোক, আমি ওদের উঠতে দেব না। আমি প্রাণপণ চেষ্টা ক'রব।

সারদা। দলিলে ওটা লেখাপড়ার ভিতর থাকলে আজ এমনটা ক'রতে সাহস পেত না।

শ্রীপতি। না না, আমার যে স্পষ্ট মনে আছে; আমি বল্লাম, জমি লিজ্ চাও দিচ্ছি; কিন্তু ওদের কাউকে তুলতে পারবে না। ওরা যেমন আছে, তেমনি থাকবে। রমানাথ ব'ল্লে—'সেকি বড়বাবু, আপনি নিজে ব'লছেন—আপনার কথা আমি অমান্য ক'রবো'! এ কথার ওপর আমি আর কি ব'লবো।

সারদা। এইবার রমানাথকে একবার ডেকে জিজ্ঞেসা কর; কি উত্তর দেয়, দেখ।

শ্রীপতি। রমানাথকে ডেকে পাঠিয়েছি; এখনি আসবে আমার কাছে; আমি স্পষ্ট জিজ্ঞেসা ক'রব—এই কি তোমার কথার মূল্য!

সারদা। রমানাথের মত লোক নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু দেখেনা—দেখতে জানেও না। কথার মূল্য রইলো কি না রইল, এ নিয়ে ওর মাথাব্যথা নেই!

শ্রীপতি। তা বটে! আমরা তো ঠিক ওভাবে অভ্যস্ত নই! এই যে জীবন, এসো—চন্দ্রমোহন বাবুর কাছে গিয়েছিলে?

(জীবন প্রবেশ করিল)

জীবন। হ্যাঁ!

শ্রীপতি। এদিক্‌কার খবর শুনেছ?

জীবন। শুনলাম—রমানাথবাবু সামনের বাগান বাড়ী কিনছেন!

শ্রীপতি। সে খবরও জানো?

জীবন। কমলা দাসীর কাছে দর দিয়েছে।

শ্রীপতি। কি, আমাদের সরকার-গিন্নীর কাছে?

জীবন। হ্যাঁ, লোক যাতায়াত ক'রছে।

শ্রীপতি। আর, সরকার-গিন্নী—আমাদের একটা খবর দেয়নি? শোন জীবন, ও সম্পত্তি হাতছাড়া করা চ'লবে না। রমানাথ ওর মালিক হওযার মানে, মুখুজ্জে বাবুদের অপমৃত্যু! তুমি এখনি সরকার-গিন্নীর কাছে চলে যাও!

জীবন। যে আজ্ঞে! আপনার দর কি? কত টাকা পর্য্যন্ত উঠতে পারেন?

শ্রীপতি। তুমি তো সবই জানো, আমার এখন কিনবার ইচ্ছে নেই। তবে, তিনি যদি নেহাৎ বিক্রি ক'রবেন ব'লে সঙ্কল্প ক'রে থাকেন,—নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্যে, আমাকে বাধ্য হ'য়ে কিনতে হবে।

জীবন। তবু যদি দরের কথা বলেন—আমি কি উত্তর দেব?

শ্রীপতি। তিন হাজার টাকা ধার নেওয়া হয়; সুদে আসলে পাঁচ হাজার দাঁড়িয়েছিল। বাবা বাগানটা ছেড়ে দিলেন। তুমি সরকার-গিন্নীকে ব'লো, আমি পাঁচ হাজার পর্য্যন্ত উঠতে রাজী আছি।

রমানাথ। (নেপথ্য হইতে) বড়বাবু কোথায়? একেবারে খাস্ কামরায়! বড়বাবু কি আজকাল নীচে নামেন না নাকি?

জীবন। রমানাথবাবু আসছেন।

সারদা। জীবন, তুমি দেরী ক'রোনা!

[সারদার প্রস্থান।

জীবন। আসুন, রমানাথবাবু!

(রমানাথ প্রবেশ করিল)

রমানাথ। নমস্কার—বড়বাবু!

শ্রীপতি। নমস্কার—

রমানাথ। কি, ব্যাপার কি? হঠাৎ ডেকে পাঠিয়েছেন? পায়ে কি হ'য়েছে?

শ্রীপতি। বাতের বেদনায় বড় কষ্ট পাচ্ছি। সেই জন্যেই তো নীচে নামতে পারি নে!

রমানাথ। তাই তো, আপনাকে একেবারে অকর্ম্মণ্য ক'রে দিয়েছে দেখ্‌ছি! কত বয়েস হ'লো?

শ্রীপতি। আমার বয়েসের চেয়ে আমাকে একটু বেশী দেখায় বোধ হয়— বয়েস আমার বাহান্ন।

রমানাথ। মোটে! তাহ'লে আমার তুলনায়, আপনি তো young man— I am sixty one—আপনার চেয়ে আমি ঢের বেশী কর্ম্মঠ!

শ্রীপতি। তুমি, আপনি ভাগ্যবান্‌!

রমানাথ। ও কথা আপনার বলা উচিত নয়। আমার পরিচয় এখানে কেউ জানে না···দশ বছর আগে আমি আপনাদের হাটে চাল বিক্রি ক'রতাম!

শ্রীপতি। সে কথা মনে আছে?

রমানাথ। আছে বইকি বড়বাবু!

শ্রীপতি। তুমি, মানে, আপনি বসুন!

রমানাথ। কি দরকার? আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। আমি শুনেছি, আপনার সামনে কেউ বসে, আপনি তা পছন্দ করেন না! আপনাকে চটাতে চাই না!

শ্রীপতি। হুঁ! বহুকাল পরে দেখা হ'লো। এই মাত্র বিশু এসেছিল···

রমানাথ। বিশু কে?

শ্রীপতি। আমাদের নীলকুঠীর প্রজা; এখন অবশ্য—

রমানাথ। ও! ঐ লোকটী, যার পরিবার খুব মুখরা—দিনরাত ঝগড়া ক'রে জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে।

শ্রীপতি। না না, ওরা অত্যন্ত ভাললোক; তার ওপর গরীব। আজ তিরিশ বছর এখানে ওই কুঁড়ে ঘর বেঁধে বসবাস ক'রছে।

রমানাথ। হ্যাঁ—জায়গাটা চিরকাল একভাবে আছে ; এবার আমি স্থানটীকে একটু চঞ্চল ক'রে তুলতে চাই। ওখানে আমার লম্বা শেড্ তৈরী করতে হবে মজুরদের জন্যে !

শ্রীপতি। মনে আছে, তুমি আমায় কথা দিয়েছিলে,—আমার প্রজাদের উচ্ছেদ ক'রবে না !

রমানাথ। দেখুন, বড়বাবু, সে কথার কোন মূল্য নেই। যখন কথা দিয়েছিলাম, তখনকার আমি, আর এখনকার আমি—এক নই। তখন চিনির কল ক'রবার কল্পনাও আমার মনে আসেনি। আজ প্রয়োজন হ'য়েছে।

শ্রীপতি। শুধু নিজের প্রয়োজন দেখলেই তো হবে না—অন্যলোকের কথাও মনে রাখতে হবে।

রমানাথ। আমার প্রয়োজনের গুরুত্ব বেশী। হাজার হাজার লোক আমার কাজে খাটবে। এতগুলি লোকের অন্নবস্ত্র-ঘরের ব্যবস্থা আমায় ক'রতে হ'বে !

শ্রীপতি। বিশু মিস্ত্রির সমস্যাও কম নয়—তারও অন্নবস্ত্র-ঘরের সমস্যা !

রমানাথ। আমার লোকেরা তো শুধু নিজেদের অন্নবস্ত্র উপার্জ্জন ক'রবে না, উপরন্তু আমার অর্থ উপার্জ্জনের সহায়তা ক'রবে। তাদের সুখ-সুবিধা আমায় দেখতেই হবে !

শ্রীপতি। যে তোমার চাকরী ক'রবে না, তার সুখসুবিধে তুমি দেখবে না ?

রমানাথ। আমার অবকাশ কই বড়বাবু! আমার বছরে তিন চার লাখ টাকা উপার্জ্জন ক'রতে হয় ; খাজনা আদায় ক'রে নয়—জিনিষ তৈরী আর বিক্রি করে। আমি যদি জগতের যাবতীয় কীটপতঙ্গের সুবিধে অসুবিধে বিচার করি, তবে আমি দাঁড়াব কোথায় ? আমার তো সেখানেই মৃত্যু !

শ্রীপতি। আমারও তো জমিদারী আছে। দশজন প্রজাও আছে; আমরা এ কাজ করিনে।

রমানাথ। আপনি ব'লতে চান, আপনি কখন কোন প্রজার ওপর অত্যাচার করেন নি?

শ্রীপতি। সন্ধান নিয়ে দেখতে পারেন।

রমানাথ। তাহ'লে বুঝতে হবে, আপনার আবশ্যক হয়নি; আপনি উত্তরাধিকার-সূত্রে জমিদারী পেয়েছেন; আপনাকে নতুন কিছু ক'রতে হয়নি, আপনি যা পেয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট আছেন। আমাকে আয় বাড়াতে হ'চ্ছে। আপনার পিতামহ কি প্রপিতামহ, যিনি জমিদারী ক'রেছিলেন, তাঁর ইতিহাসটা দেখবেন ...অনেক খুন জখম লাঠিবাজি ক'রে তাঁকে জমি সংগ্রহ ক'রতে হ'য়েছিল—অনেক বিশু মিস্ত্রিকে ভিটেচ্যুত করেছিলেন!

শ্রীপতি। তুমি আমার পূর্ব্বপুরুষদের অপমান ক'রছ?

রমানাথ। আজ্ঞে না, সত্যি কথাই ব'লছি। দেখুন শ্রীপতিবাবু, মাপ ক'রবেন, আপনি আবার বড়বাবু না ব'ল্লে চটে যান!

শ্রীপতি। আপনি যা খুশী, তাই বলুন না!

রমানাথ। দেখুন, আপনি আমার মত লোকের সঙ্গে কখনও মেশেন নি। আমার উৎসাহ আছে, কর্ম্মশক্তি আছে, অর্থ আছে—স্বোপার্জ্জিত অর্থ। আমি যখন এখানে এসেছি, আপনার এই মনোহরপুরকে আমি ভেঙেচুরে নতুন করে গ'ড়ে তুলবো। এর এক কাঠা জমিও আমি ফেলে রাখবো না—কাজে লাগাবো। আমি ভাবছি, এখানে আমাদের দু'জনের স্থান হবে কি?

শ্রীপতি। না। তাহ'লে তুমি কতদিনের ভেতর উঠছ?

রমানাথ। আমি উঠবো না। সাত বছর আগে, যখন আমায় জমি দিয়েছিলেন, সেই সময়ই বোঝা দরকার ছিল, আমি উঠবো না।

শ্রীপতি। তাহ'লে, তুমি আমার বাড়ীর সামনে চিনির কল তুলে আমার বাড়ীর সমস্ত সৌন্দর্য্য নষ্ট ক'রবে ?

রমানাথ। আপনার বাড়ীর সৌন্দর্য্য নষ্ট হবে ব'লে কি হাজার হাজার লোক জীবিকা উপার্জ্জন ক'রবে না ? আপনার বাড়ীব সৌন্দর্য্য আপনি রাখতে পারেন, রাখুন না !

শ্রীপতি। তাহ'লে তুমি বাগানবাড়ী কিনছ ?

রমানাথ। বোধ হয় এতক্ষণ কেনা হয়ে গেল—আমার বড়ছেলে খগেনকে পাঠিয়েছি শ্রীমতী কমলা দাসীর কাছে। আমি শুনেছি, তাঁর টাকার দরকার।

শ্রীপতি। তুমি কি মনে কর, একা তোমারই টাকা আছে ; আর কারো টাকা নেই !

রমানাথ। না, তা মনে করিনে। তবে আর কারো ওই জমির দরকার নেই !

শ্রীপতি। তাহ'লে, আমার সঙ্গে সদ্ভাব রাখা তুমি আবশ্যক মনে করনা !

রমানাথ। সদ্ভাব আপনারাই রাখেন নি। আমাদের সঙ্গে আপনারা মেশেন না, মিশ্‌তে চান না—আমাদের ঘৃণা করেন ! যখন থেকে আপনার বাড়ীর পাশের জঙ্গল পরিষ্কার ক'রে, আমি বাড়ী তৈরী ক'রতে আরম্ভ করি—তখন থেকেই আপনি আমার উপর বিরূপ। গৃহ-প্রবেশের সময় অত অনুনয়-বিনয় ক'রলুম, একবার পায়ের ধূলো দিয়ে কৃতার্থ ক'রবেন—সে অনুগ্রহটুকু পর্য্যন্ত ক'রলেন না। ছেলের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করেছিলাম, সে নিমন্ত্রণ আপনারা রক্ষা করা প্রয়োজন মনে করেন নি। খিড়কীর বাগানে আমার বৌমাকে দেখলে আপনার স্ত্রী মুখ ফিরিয়ে চলে যান—বৌটিকে ডেকে একটা কথা বলাও প্রয়োজন মনে করেন না। আমি কিছু ভুলিনি [illegible] [illegible] [illegible] করা আরসিতে

মুখ দেখা—আপনি যদি আমায় না চান, আমিই বা আপনাকে চাইব কেন ?

শ্রীপতি। নীলকুঠীর প্রজাদের সম্বন্ধে কি হবে তাহ'লে ?

রমানাথ। আমার যা ব'লবার বলেছি, আর বলবার কিছু নেই !

শ্রীপতি। গরীবের সর্ব্বনাশ করতেই হবে ?

রমানাথ। দু'চার জনের সাময়িক অসুবিধা হবে, আর হাজার হাজার লোকের অন্নবস্ত্রের সুবিধে হবে।

শ্রীপতি। তাহ'লে তুমি আমার বন্ধুত্ব চাও না ? আমায় শত্রু করতে চাও !

রমানাথ। যা মনে করেন, উপায় নেই !

শ্রীপতি। ভাল ! (Calling Bell টিপিলেন)

(জীবন প্রবেশ করিল)

রমানাথ। তাহ'লে আসি বড়বাবু !

শ্রীপতি। এক মিনিট ! জীবন, বিশুকে একবার ডেকে দাও।

রমানাথ। তাদের আর আমি কিছু বলতে চাই না। আমার যা ব'লবার বলে দিয়েছি তো—জিনিষপত্র remove ক'রবার জন্যে পাঁচ টাকা গরুর গাড়ী ভাড়া দেব !

শ্রীপতি। তারা গরীব—নিজের সম্বন্ধে কিছু ব'লতে পারে। সেটা শোনা দরকার।

রমানাথ। আমিও একদিন গরীব ছিলাম—আমি জানি, সেদিন আমার কথাও কেউ শুন্‌তো না।

(বিশু ও সুখী প্রবেশ করিল)

শ্রীপতি। বিশু, আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এ লোকটা নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই দেখতে চায় না।

রমানাথ। নিজের স্বার্থের অতিরিক্ত এ সংসারে কেউই কিছু দেখতে পায় না মুখুজ্জেমশায় ! আপনার স্বার্থের দিকে আপনি দেখছেন—

বিশুর স্বার্থের দিকে বিশু দেখছে, আমার স্বার্থ আমি দেখছি, —আপনিও আমার চেয়ে এক ইঞ্চিও কম নিঃস্বার্থ নন।

বিশু। আমরা মনে করেছিলাম বড়বাবু, আপনি ব'ললে একটু ভাল ফল হবে।

রমানাথ। তোরা এত বেশী ভাবছিস্ কেন? তোর বড়বাবুর তো এখনও যথেষ্ট পোড়ো জমি আছে। যেখানে ইচ্ছে, আধ কাঠা পোড়ো জমির ওপর কুঁড়ে তুলবি—তোদের ভাবনা কি বাবা! আমি তো ব'লেছি, খরচা হিসাবে পাঁচ টাকা দেব।

সুখী। পঞ্চাশ টাকা পেলেও আমরা বাড়ী ছাড়তে পারিনে! ঐ বাড়ীতে আমাদের পাঁচটী সন্তান হয়েছে—দু'টো সন্তান মারা গেছে। ও বাড়ীতে যে আমাদের কত মায়া, আপনি তার কি বুঝ্‌বেন বাবু! আমার দুখী সেবার যখন মারা যায়—

বিশু। এক ফোঁটা ওষুধ দিতে পারিনি বাবু!

রমানাথ। কেন?—তোদের বড়বাবু তো ছিলেন, উনি তো গরীবের মা-বাপ!

বিশু। ছোট হোক, বড় হোক কুঁড়ে ঘর হোক—আমাদের বাড়ী, আমাদের ভিটা, তিরিশ বছর ধরে ঐ ভিটে ছাড়া আর কিছু জানিনে!

রমানাথ। আচ্ছা আচ্ছা, খরচা পাঁচ টাকার ওপর তোদের নতুন ঘর বাঁধবার জন্যে আরও দশটা টাকা দেব'। যা—আর গণ্ডগোল করিস্‌নে।

বিশু। আপনার কাছ থেকে আমরা কিছু নেব না!

সুখী। পাই পয়সাটীও নয়!

রমানাথ। তোরা অত্যন্ত নচ্ছার আর পাজী!

শ্রীপতি। ওদের গাল দেবার দরকার নেই রমানাথ বাবু!

রমানাথ। ভেবেছিলাম, আরো এক সপ্তাহ তোদের থাকতে দেব—এখন আমি ব'লছি, আসছে শনিবার বেলা চারটার মধ্যে ঘর খালি করা চাই !

শ্রীপতি। আমাদের আস্তাবল বাড়ীতে দু'টো খালিঘর আছে—আপাততঃ সেখানে থাকো, পরের ব্যবস্থা পরে হবে !

রমানাথ। বেলা চারটার আগেই ঘর খালি করা চাই—নইলে আমার লোক গিয়ে জোর ক'রে মালপত্তর বার ক'রবে।

সুখী। আমরা না উঠলে আপনি ওঠাতে পারেন না। আমরা তিরিশ বছর উ'বাড়ীতে আছি—দখ্‌লি স্বত্ব আমাদের !

রমানাথ। ও! উকীলের পরামর্শ নিয়েছ বুঝি ? দেখ, ওসব ক'রতে যেয়ো না —গরীব মানুষ, মারা পড়বে ! যা ব'ললাম, তাই করো।

সুখী। গরীবের সর্ব্বনাশ ক'রলে আপনার ভাল হবে না ! এর ফল হাতে হাতে পাবেন।

রমানাথ। আরে, আবার শাপমন্যি দেয় ! দেখছেন বড়বাবু, এদের কি কিছু কাণ্ডজ্ঞান আছে ?

শ্রীপতি। যাও বিশু, যাও সুখী—বাড়ী যাও !

রমানাথ। দেখ্‌ছিস্ ?—তোদের বড়বাবু পর্য্যন্ত আমায় খাতির করেন ! তোরা কোন সাহসে তেজ দেখাস্ ? যা, গরীব মানুষের মুখে বড় কথা মানায় না—ভালো শোনায় না !

বিশু। আচ্ছা, বাবু !

[বিশু ও সুখী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল।

শ্রীপতি। রমানাথ বাবু, কতদিন বড়লোক হ'য়েছেন ?

রমানাথ। এই বছর দুই, আমার ছেলের বিয়ের পরই। আপনার জমিই আমার লক্ষ্মী মুখুজ্জে মশাই।

শ্রীপতি। লক্ষ্মীর একটী নাম চঞ্চলা, জানেন তো? উনি বহুদিন এক জায়গায় থাকেন না। আজ দু'টো পয়সা উপার্জ্জন ক'রছেন ব'লে অতটা গরম হবার দরকার ছিল না!

রমানাথ। লক্ষ্মী চঞ্চলা, আমি তা জানি। আপনি ভুলতে পাচ্ছেন না, আপনি দিন দিন গরীব হ'য়ে প'ড়ছেন—আর আমি ভুলতে পারিনে, দু'দিন আগে আমি গরীব ছিলাম। ওদের আমি উপদেশ দিচ্ছিলাম, ওদেরই ভালর জন্যে। ওদের মুখে যে কথা আমি সহ্য করেছি, সে কথা আপনাকে ব'ললে আপনি দরোয়ান ডাকতেন —অবিশ্যি আজ আপনার দরোয়ান নেই, সে আলাদা কথা।

শ্রীপতি। তুমি কি আমায় অপমান ক'রবে—না উপদেশ দেবে!

রমানাথ। আপনাকে আমি অপমান ক'রতে পারি না, তা আপনি জানেন; আর উপদেশ দেবার মতন আস্পর্দ্ধাও আমার নেই—তবু দু'টো কথা আজ আমি আপনাকে জানাতে চাই।

শ্রীপতি। জানাও!

রমানাথ। লক্ষ্মী চঞ্চলা—আমি জানি; কিন্তু পরিশ্রমের ফল একদিন পাওয়া যায়—এ কথা আপনিও অস্বীকার ক'রতে পারেন না। চিরদিন সমান যাবে না—তবে আজ আপনার এখানে আমার কিছু প্রতিপত্তি আছে!

শ্রীপতি। জানি, তারপর বল!

রমানাথ। আপনার এই বাড়ীটুকু ছাড়া, আশপাশের সমস্ত জমি আপনি আমায় ক্রমে ক্রমে লিজ্ দিতে বাধ্য হ'য়েছেন—এখন বাগানবাড়ী কিনলে আপনার কি অবস্থা হবে বুঝতে পাচ্ছেন? আপনার বাড়ীর আবরু আর কিছু থাকবে না—ঐখানে কুলী মজুর লরীর হাট ব'সে যাবে। আপনার চারপাশে আমি—আমায় আপনি শত্রু ক'রতে চান, না বন্ধু ক'রতে চান?

শ্রীপতি। আমি তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখতে চাইনে!

রমানাথ। কিন্তু কার্য্যতঃ আপনি রাখতে বাধ্য। আপনি চুপচাপ থাকতে পারেন, আমি চুপচাপ থাকবো না। আমার প্রকৃতি তা নয়—আমি হয় বন্ধু হব', না হয় শত্রু হব'!

শ্রীপতি। আমার ভিটেবাড়ীর প্রজাদের আমারই সামনে উচ্ছেদ ক'রে তুমি আমায় সন্ধি ক'রতে বল?—অসম্ভব!

(খগেনের প্রবেশ)

খগেন। বাবা, আপনি এখানে?

রমানাথ। (জনান্তিকে) হ্যাঁ, খবর কি?

খগেন। পাওয়া গেল না—!

রমানাথ। সেকি! তুমি কত দর দিয়েছিলে?

খগেন। আমি সাত হাজার পর্য্যন্ত উঠেছি!

রমানাথ। ও—আচ্ছা! চল আমরা যাই!

(পিছনের বারান্দা দিয়া চন্দ্রা, নগেন ও ললিতার প্রবেশ)

রমানাথ। একি! বৌমা বাড়ীর ভেতর এলেন না?

চন্দ্রা। (পিতার নিকটে গিয়া) হ্যাঁ, আমি সঙ্গে নিয়ে এলাম। বৌদি, তুমি বাড়ীর ভিতর মায়ের কাছে যাও। বাবা, এই রমানাথ বাবুর ছোট ছেলে নগেনবাবু—চমৎকার গান করেন!

শ্রীপতি। তোমার মাকে ব'লেছ তো?

চন্দ্রা। বৌদি বেচারা একা একা থাকে—এমন একটী মেয়ে নেই, যার সঙ্গে কথা বলে। অনেক ব'লে ক'য়ে আমি নিয়ে এলুম। [প্রস্থান।

শ্রীপতি। আপনার ছেলেদের নিয়ে একটু বসুন রমানাথ বাবু—বসুন!

রমানাথ। নগেনের কি এখানে যাতায়াত আছে নাকি?

নগেন। না, আমার আর বৌদির চন্দ্রার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব। আমরা বেড়াই, চন্দ্রাও বেড়ায়—মাঝখানে 'রেলিং', কেউ কারো এলাকায় যাইনে। আজ চন্দ্রা ছাড়লে না—ডেকে নিয়ে এল।

শ্রীপতি। বেশ তো, বেশ তো—তুমি আসবে; আমি তোমাব গান শুনবো। ("কলিং বেল" টিপিলেন, চন্দ্রার পুনঃপ্রবেশ)

চন্দ্রা। তুমি বার বার "কলিং বেলে" কাকে ডাকছ বাবা ?—ব্রজেনদা, জীবনকাকা—কেউই বাড়ীতে নেই।

শ্রীপতি। তুমি তোমার বন্ধুদের খাতির-যত্ন কব।

চন্দ্রা। হঁ্যা, বৌদিকে মায়ের কাছে বসিযে রেখে এসেছি। (রমানাথের কাছে গিয়া) দেখুন, আপনি বাবাকে কথা দিযে কথা রাখেন নি —ছিঃ ! আপনার মত লোকের কাছে এরকম ব্যবহার আশা করিনি !

রমানাথ। একপক্ষ শুনে তো বিচার হয় না মা—আমারো কিছু ব'লবার আছে।

চন্দ্রা। গবীব মানুষকে ভিটেচ্যুত কবা মহাপাপ—এর চেয়ে অন্যায় কাজ কি হ'তে পারে ! আপনি কথা দিয়েছিলেন—

রমানাথ। এ জায়গাটার কত উন্নতি হবে—আট-দশ হাজার লোক খাটাবে ; লরী বোঝাই হ'য়ে দিনরাত চিনি যাবে বড়বাজারে—হৈ হৈ কাণ্ড। দু'এক ঘর বিশু মিস্ত্রির জন্যে আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকবো ?

নগেন। তাই কখনো হয় ?

চন্দ্রা। দেখুন, বাবাতে আমাতে আপনার কথা নিয়ে কত আলোচনা হয়, তর্ক হয়। আমি আপনার পক্ষ নিই ; এর পর আপনার হ'য়ে একটী কথাও আমি ব'লব না !

রমানাথ। আমার পক্ষে দুর্দ্দিন ব'লতে হবে তাহ'লে।

চন্দ্রা। আপনি ছোটকে অগ্রাহ্য করেন,—ক'রবেন না। ছোট একদিন বড় হয়। আপনিও ছোট ছিলেন, বড় হওয়ায় বাহাদুরী নেই!

নগেন। সত্যিই কি তুমি ওদের তাড়িয়ে দিয়েছো বাবা?

খগেন। চুপ কর নগেন—এ নিয়ে কথা ব'লো না!

রমানাথ। তোমরা তরুণতরুণী মিলে একটা সঙ্ঘ তৈরী ক'রেছ দেখছি। এ সব ব্যাপারে কথা ক'য়ো না—তোমার চেয়ে যাদের বয়স অনেক বেশী, তারা এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।

নগেন। তা ঘামাক্—কিন্তু স্বার্থপরতার একটা সীমা থাকা উচিত!

রমানাথ। যতক্ষণ আমার বাড়ীতে আমার অন্নে প্রতিপালিত হ'চ্ছ, ততক্ষণ এসব কথা ব'লবার কোন অধিকার তোমার নেই। যখন স্বাধীনভাবে উপার্জ্জন ক'রতে পারবে, স্বাধীন মতামত তখন প্রকাশ ক'রো—এখন নয়।

চন্দ্রা। আমাদের বাড়ীতে দাঁড়িয়ে পাঁচজনের সামনে আপনি নগেনবাবুকে অমন ক'রে ব'লবেন না!

খগেন। মেয়েটা ভারি বাচাল তো!

রমানাথ। নগেন, বাড়ী চল। বাড়ীতে বসে তোমার সঙ্গে সব কথা আলোচনা ক'রবো। বৌমাকে ডেকে দাও—চল, নগেন!

চন্দ্রা। বৌদির এখানে নিমন্ত্রণ—

রমানাথ। নিমন্ত্রণ ক'রবেন তোমার মা, তোমার বাবা—তোমার তো আজও নিমন্ত্রণ ক'রবার অধিকার হয়নি!

চন্দ্রা। ঝগড়া বাড়িয়ে কি কোন লাভ আছে, রমানাথ বাবু?

রমানাথ। হয়তো আছে—নৈলে লোকে ঝগড়া ক'রবে কেন?

(সারদেশ্বরী ও ললিতার প্রবেশ)

সারদা। চন্দ্রা!

চন্দ্রা। কি না?

সারদা। এ মেয়েটী কে? এর পরিচয় তুমি জানো?

রমানাথ। কেন, আপনি কি পরিচয় জানেন না নাকি?

চন্দ্রা। মা, আমি ওঁকে ডেকে এনেছি।

সারদা। আনা উচিত হয়নি; বাইরে নিয়ে যাও!

শ্রীপতি। একি বড়বৌ, তুমি নিজে একজন ভদ্রমহিলা হ'য়ে—

সারদা। এ সংসারের কর্ত্রী আমি—মেয়েদের সম্বন্ধে, কাকে কিভাবে খাতির-যত্ন ক'রতে হবে—আমার জানা আছে।

চন্দ্রা। (ললিতার নিকটে গিয়া) আমি না বুঝে তোমায় ডেকেছিলাম —আমায় ক্ষমা কর বৌদি!

রমানাথ। বৌমা, চলে এসো। এ অপমানের শোধ আমি নিতে জানি।

খগেন। আপনি জমিদার-গিন্নী হ'তে পারেন, কিন্তু সবাইকে আপনার প্রজা মনে ক'রবেন না!

সারদা। এখানকার সবাই আমার প্রজা, তোমার বাবাও! আমরা তোমাদের কাছ থেকে খাজনা পাই—কাউকে খাজনা দিই না!

খগেন। আপনি আমার স্ত্রীকে অপমান ক'রলেন কেন?

সারদা। তোমার স্ত্রীকে কেউ অপমান করেনি। আমার প্রজার পুত্রবধূর ব'সবার জন্যে দেউড়ীর পাশে একতলায় ঘর আছে।

শ্রীপতি। একি! একি!—ছিঃ! ছিঃ! রমানাথ বাবু! আমি ক্ষমা চাইছি। আমার স্ত্রী উত্তেজিত; আমি ওঁর হ'য়ে ক্ষমা চাচ্ছি। ঝগড়া করি, বিবাদ করি—আমরা পুরুষ মানুষের মত ঝগড়া ক'রবো। বাড়ীর মেয়েদের এর মধ্যে টানবার কি দরকার ছিল?—ছিঃ!

রমানাথ। আর মুখের ভদ্রতার আবশ্যক কি শ্রীপতিবাবু! এস বৌমা! দেখুন, শত্রুতা যখন আরম্ভ হ'লো—ভাল করেই হোক। দেখা যাক, মনোহরপুর-জমিদারের দৌড় কত দূর!

[রমানাথ, ললিতা, খগেন ও নগেন প্রস্থান করিল।

চন্দ্রা। (অতি মাত্রায় বিস্মিত হইয়া) মা!

সারদা। কোন কথা ব'লো না।

চন্দ্রা। ললিতা বৌদি—

সারদা। ঘনিষ্ঠতা ক'রবার দরকার নেই,—মেয়েটার নাম ললিতা?

চন্দ্রা। হ্যাঁ, কেন মা?

সারদা। সে কথা তোমার শুনে কাজ নেই। যারা তোমার বাপ-মাকে অপমান করে, তাদের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই!

[চন্দ্রা প্রস্থান করিল।

শ্রীপতি। ব্যাপার কি?—ব্যাপার কি?

সারদা। আছে—আছে!

শ্রীপতি। কি?

সারদা। এখন ব'লবো না।

শ্রীপতি। কি যে হেঁয়ালী কর!

—বিরাম—

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শ্রীপতিবাবুর খিড়কির বাগান। মধ্যে 'রেলিং'; 'রেলিং'র ওধারে রমানাথবাবুর বাড়ী। চন্দ্রা বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে গান গাহিতেছিল। গান শুনিতে পাইয়া পাশের বাড়ী হইতে নগেন আসিয়া চন্দ্রার স্বরে স্বর মিলাইল।

গান

কার আশাপথ চেয়ে মোর দিন যায়,
(বুঝি) স্বপনে দেখেছি তারে, নন্দন-বন-ছায়!
জীবনে দেখিনি কভু, শুধু শুনি পদধ্বনি;
ওই আসে, আসে যেন,—মিলায়ে গেল অমনি!
দেহহীন রূপশিখা,
সে কি মায়া-মরীচিকা?
আমার ললাট-লিখা
আমারে ছলিতে চায়॥

চন্দ্রা। শত্রুর সঙ্গে গান গাইছ যে?

নগেন। তাহ'লে আমিও শত্রু?

চন্দ্রা। নিশ্চয়ই! তুমিও চলে যাও, আমিও চ'লে যাই। কথা কইবার দরকার কি?

নগেন। কিছুনা। (চলিয়া গিয়া আবার ফিরিল) শোন, আমাদের বাপ-মা ঝগড়া ক'রবেন—ফলভোগ ক'রতে হবে আমাদের?

চন্দ্রা। বাপমায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সন্তান করে। কিন্তু, আমার বাবা তো কোন অভদ্র ব্যবহার করেন নি!

নগেন। না—; অভদ্র ব্যবহার ক'রেছেন তোমার মা। কেন তিনি আমার বৌদিকে অপমান ক'রলেন? বৌদি বড় ভাল, বড় নিরীহ মেয়ে!

চন্দ্রা। সত্যি ভাল! আমার মা কিন্তু কখনো কারো সঙ্গে এ'রকম ব্যবহার করেন না। মায়ের ব্যবহারের জন্যে আমি দুঃখিত।

নগেন। তাতে কারোই কিছু লাভ-লোকসান নেই।

চন্দ্রা। আমি বুঝতে পাচ্ছি না—

নগেন। কোন ভদ্রমহিলা যদি তোমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার ক'রতেন, তোমার মনটা কেমন হ'ত চন্দ্রা?

চন্দ্রা। আমি অত্যন্ত লজ্জিত! আমার মনে হয়, মা কারো পরামর্শে একাজ ক'রেছেন।

নগেন। তোমারই কাছে শুনেছি—তোমার মা যখন যা করেন, নিজের মতেই করেন—কারো পরামর্শের ধার ধারেন না।

চন্দ্রা। এপর্য্যন্ত তাই জানতাম; তাঁর মেয়ের মত একটী মেয়েকে এভাবে অপমান ক'রবেন, প্রাণে ব্যথা দেবেন—আমি কখনো ভাবিনি। কিন্তু তোমার বাবা কি ক'রছেন মনে ক'রে দেখ দেখি? আমাদের পৈতৃক বাড়ী নষ্ট করাই তাঁর উদ্দেশ্য। বাবার প্রপিতামহের সময় থেকে আমরা এ বাড়ীতে আছি।

নগেন। সেইজন্যেই এবাড়ীতে আর বেশী দিন তোমাদের থাকা হ'তে পারেনা—থাকা উচিতও নয়।

চন্দ্রা। কেন হ'তে পারে না? বাবা বলেন—তাঁর পিতা, পিতামহ যেভাবে জীবন কাটিয়েছেন—

নগেন। তিনিও সেইভাবে জীবন কাটাতে চেয়েছেন ব'লেই তাঁকে অন্য ভাবে জীবন কাটাতে হবে।

চন্দ্রা। অন্য কিভাবে?

নগেন। কেউ তা জানে না—জীবন অনিশ্চিত, জীবনের গতিও অনিশ্চিত!

চন্দ্রা। এ সব তোমার বইয়ে পড়া কথা—

নগেন। বইয়ের কথা নিছক কল্পনা নয়—চন্দ্রা! নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই মানুষ বই লেখে। (দূরে ললিতাকে লক্ষ্য করিয়া) বৌদি! এদিকে এস—এই দিকে এস!

চন্দ্রা। আমি চ'লে যাই, বৌদির কাছে মুখ দেখাতে পারব'না!

নগেন। না, চ'লে যেও না—তুমি ওকে একটু শান্ত কর। বৌদির মন একেবারে ভেঙে গেছে--কারো সঙ্গে কথা কইতে পাচ্ছে না!

(ললিতার প্রবেশ)

চন্দ্রা। বৌদি, তুমি আমার উপর রাগ ক'রো না।

ললিতা। আমি তোমার উপর রাগ করিনি ভাই!

নগেন। আচ্ছা বৌদি, তুমি দিনরাত অত কি ভাব? যদি কেউ আমাদের পছন্দ না করে, তাদের সঙ্গে না মিশলেই হ'ল—আমরা আমাদের মত থাকবো!

ললিতা। কেন যে মানুষ মানুষকে অকারণ ব্যথা দেয়!

চন্দ্রা। আমাদের এতদিনের পৈতৃক বাড়ীর সৌন্দর্য্য নষ্ট হবে, মর্য্যাদা চ'লে যাবে—তার জন্যে তোমার শ্বশুরের চেষ্টার অন্ত নেই; সেই কারণেই মা এতখানি উত্তেজিত হ'য়েছেন! এটা কেটে যাক, এর পর দেখো—মা তোমায় কত যত্ন ক'রবেন।

ললিতা। সেদিনও তুমি এই রকম কথাই ব'লেছিলে, তাই তোমার কথায় আমি গিয়েছিলাম—নইলে আমি তো চিরদিনই একা! আমি তো কখনো কারো সঙ্গে মিশতে যাইনে।

(সারদেশ্বরীর প্রবেশ)

সারদা। চন্দ্রা!

চন্দ্রা। মা?—

সারদা। হাঁ—আমি! তুমি আবার এদের সঙ্গে মিশেছ?

চন্দ্রা। দেখা হ'লে কথা কইব না?

সারদা। যারা তোমার বাপ-মাকে অপমান করে, তোমার সাত পুরুষের ভিটে উচ্ছেদ ক'রবার চেষ্টায় আছে—তাদের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব ক'রতেই হবে?

চন্দ্রা। বন্ধুত্ব নয়, শুধু মুখের আলাপ; মুখের আলাপ—তাও নিষেধ?

সারদা। আমরা জানি, যারা শত্রু—তাদের সবাই শত্রু; তাদের সঙ্গে মুখের আলাপও থাকবে না। যাও—বাড়ীর ভিতর যাও!

চন্দ্রা। মা, আমি তোমার এ আচরণের মানে বুঝতে পাচ্ছি না!

সারদা। মানে বোঝার দরকার নেই—চ'লে যাও!

চন্দ্রা। আচ্ছা!

[প্রস্থান।

নগেন। চ'লে এস বৌদি!

ললিতা। না—আমি দু'একটী কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো।

নগেন। কাকে?

ললিতা। ওঁকে; তুমি চ'লে যাও ঠাকুর-পো!

নগেন। আচ্ছা, আমি নিকটেই রইলাম বৌদি!

[প্রস্থান

ললিতা। শুনুন—(উচ্চকণ্ঠে) আমার কথা শুন্‌ছেন ? (সারদা একটু ফিরিলেন) হ্যাঁ ?—আপনাকে ব'লছি !

সারদা। (নিকটে আসিয়া) তুমি আমায় ডাকলে ?

ললিতা। হ্যাঁ, আমি !

সারদা। কি দরকার ?

ললিতা। (পায়ের ধূলা লইতে গেলেন)

সারদা। পায়ের ধূলো নিচ্ছ কেন ?

ললিতা। আপনি গুরুজন, আমি আপনার মেয়ের মত ; যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকি—

সারদা। এ সব কি ব'লছ ? তুমি যদি কোন অপরাধ ক'রে থাক, তাতে আমার কি ? তুমি আমার কেউ নও !

ললিতা। দেখুন, আমি সামান্য স্ত্রীলোক—

সারদা। তুমি সামান্য স্ত্রীলোক কেন হবে ? তুমি বড়-মান্‌ষের পুত-বৌ ! দু'দিন বাদ এ জমিদারীও তোমাদের হ'তে পারে।

ললিতা। আমার শ্বশুর যদি আপনাদের কোন ক্ষতি ক'রতে চেষ্টা করেন, তার জন্যে কি আমি দায়ী হব ?

সারদা। তুমি তোমার শ্বশুরকে, তোমার স্বামীকে বারণ ক'রতে পার।

ললিতা। আমি চেষ্টা ক'রেছি—এখনো চেষ্টা ক'রবো।

সারদা। স্ত্রীলোকের কথা ওঁরা গ্রাহ্য করেন না ?

ললিতা। আমি স্বামী নিয়ে সুখে সংসার ক'চ্ছি—ছেলেবেলায় বড় দুঃখ পেয়েছি !

সারদা। আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে—এসব কথা তুমি আমায় কেন ব'লছ ?

ললিতা। আপনি আমায় দয়া করুন !

সারদা। আমার কাজ আছে। তোমার ভাল-মন্দয় আমার কিছু এসে যায় না। [প্রস্থান।

নগেন। (দূর হইতে) বৌদি, বাড়ী এস! ওঁর ব্যবহারে মনে দুঃখ ক'রো না। সংসারে সব মানুষই যে আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার ক'রবে, তা মনে ক'রবার দরকার কি?

দ্বিতীয় দৃশ্য

[শ্রীপতি বাবুর বিশ্রাম-কক্ষ। শ্রীপতি বাবু বাহির হইতে আসিয়া চন্দ্রাকে ডাকিতে—প্রথমে চন্দ্রা, পরে সারদেশ্বরী প্রবেশ করিলেন]

শ্রীপতি। উঃ—আমি বড় ক্লান্ত! মাথা ঘুরছে।

চন্দ্রা। আমি তোমায় বাতাস করি বাবা!

শ্রীপতি। আচ্ছা, বাতাস কর!

সারদা। কি হ'ল? রমানাথ কিনলে?

শ্রীপতি। না—রমানাথ অনেক দূর পর্য্যন্ত উঠেছিল। ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে আমাকেও উঠতে হ'ল। আমি বারোহাজার পর্য্যন্ত উঠলাম। বারোহাজারে ঐ সম্পত্তি কিনতে হ'লে—আমি মারা যেতাম। তখন উত্তেজনার উপর দর বাড়িয়েই চ'লেছিলাম—পরিণাম মনে ছিল না!

সারদা। কিনলে কে?

শ্রীপতি। রাজা মহেন্দ্রনারায়ণের ম্যানেজার শেষ দর দিয়েছে—সাড়ে বারোহাজার! আমার যেন হঠাৎ চৈতন্য হ'ল! আমি অগাধ জলে প'ড়েছিলাম!

সারদা। যাক্, তবু সম্পত্তিটে ভদ্রলোকের হাতে প'ল—চিনির কল হবে না নিশ্চয়ই!

শ্রীপতি। আমাদের জব্দ করাই যদি ওর মতলব হয়, রাজাবাহাদুরের কাছ থেকে একটা লম্বা লিজ্ নিতে পারে।

রমানাথ। (নেপথ্যে) ভিতরে আসতে পারি?

শ্রীপতি। কে?

(রমানাথের প্রবেশ)

রমানাথ। আমি—রমানাথ!

শ্রীপতি। রমানাথ? এ সময়ে কি মনে ক'রে?—

রমানাথ। একটি শুভসংবাদ দিতে!

শ্রীপতি। শুভসংবাদ!

রমানাথ। হুঁ! রাজাবাহাদুরের ম্যানেজার আমার বাল্যবন্ধু—আমার জন্যেই তিনি নিলেম ডেকেছিলেন। সম্পত্তির মালিক এখন আমি—রমানাথ রায়।

শ্রীপতি। তাহ'লে তুমি কৌশল ক'রে নিলেম ডেকেছ?

রমানাথ। সম্পত্তি ক'রতে হ'লে যেটুকু কৌশল করা দরকার, ততটুকু কৌশল আমায় ক'রতে হ'য়েছে। আপনি সম্পত্তি নিতে পারবেন না, এ আমার জানা ছিল। আপনি যেরকম ভয়ে ভয়ে এক এক ধাপ উঠ্‌ছিলেন, আপনার অবস্থা দেখে আপনার উপর আমার দয়া হ'চ্ছিল!

শ্রীপতি। বসুন—রমানাথ বাবু!

রমানাথ। আপনার স্ত্রী হয় তো চান না—আমি এখানে বসি।

সারদা। আমার স্বামী যখন ভদ্রতা ক'চ্ছেন—আপনি ব'সতে পারেন।

[সারদার প্রস্থান।

রমানাথ। একটা কথা আপনাদের জিজ্ঞাসা ক'রতে এসেছি।

শ্রীপতি। কি ?

রমানাথ। আপনারা তাহ'লে মনোহরপুর ছাড়চেন ?

শ্রীপতি। আমরা মনোহরপুর ছাড়বো ?

রমানাথ। ছাড়াই তো উচিত। এখানে এই পৈতৃক ভদ্রাসন ছাড়া আর তো আপনার কিছু নেই। কি ক'রবেন এখন এত বড় বাড়ী নিয়ে ? যদি বিক্রি ক'রতে চান—ভাল দর পাবেন।

শ্রীপতি। জীবন—জীবন !

রমানাথ। জীবনের কাজ নয়—খোট্টা দরোয়ান হ'লে পারত।

চন্দ্রা। কেন আপনি আমার বাবাকে অপমান ক'রছেন ?

রমানাথ। অপমান ক'রছিনে—আমি সদুপদেশ দিচ্ছি। এ বাড়ী তোমার বাবা কিছুতেই রাখতে পারেন না। বাধ্য হয়ে ছাড়ার চেয়ে আগে থেকে ছাড়া ভাল। সেইটেই বুদ্ধিমানের কাজ।

চন্দ্রা। আমাদের জন্যে আপনাকে বুদ্ধি খরচ ক'রতে হবে না।

শ্রীপতি। আঃ—চন্দ্রা !

রমানাথ। তাড়াতাড়ি ক'রে মেয়েটীর বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন মুখুজ্জে-মশায়, নইলে—

শ্রীপতি। আমার মেয়ের সম্বন্ধে কোনো কথা ব'লনা রমানাথ বাবু !

(সারদার পুনঃ প্রবেশ)

সারদা। আমি তোমায় বারণ ক'রছি রমানাথ বাবু, আমি যদি তোমার সঙ্গে বিরোধ করি—সে বিরোধ তুমি সামলাতে পারবে না !

শ্রীপতি। আহাহা—বড়বৌ !

রমানাথ। আমি চাই, আপনি আমার সঙ্গে শত্রুতা করুন। বহু ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত দেখেছি—আপনার শত্রুতা ভয় করিনে !

সারদা। আমি এখনো তোমায় সাবধান ক'রে দিচ্ছি—আমায় তুমি চেন না। আমি যে দিক্ দিয়ে যাব, সে দিক্ তুমি কল্পনাও ক'রতে পারনি! মানুষ ভাবে এক রকম—ঘটনা ঘটে আর এক রকম। ঘটনার মালিক তুমি নও!

রমানাথ। আশা করি, আপনিও নন!

সারদা। আমি তোমায় ব'লছি, এরপর তোমায় ভয়ানক অনুতাপ ক'রতে হবে। তখন কিন্তু আমায় দোষ দিও না।

রমানাথ। আজ পর্য্যন্ত কোনো কাজের জন্যে আমায় অনুতাপ ক'রতে হয়নি।

[রমানাথের প্রস্থান।

সারদা। আচ্ছা—!

শ্রীপতি। দেখ বড়বৌ, বাগানবাড়ী রমানাথ কিনেছে—ভালই হ'য়েছে। বারোহাজার টাকা দিয়ে বাগানবাড়ী আবার কিনলে আমায় সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হ'ত। এতেই মনে হ'চ্ছে, আমাদের পড়্তা একেবারে খারাপ নয়!

(জীবনের প্রবেশ)

সারদা। (জীবনের প্রতি) সব ঠিক?

জীবন। বলবো'খন!

সারদা। চন্দ্রা, তুমি এখান থেকে যাও!

চন্দ্রা। তোমরা কি পরামর্শ ক'রবে—আমি শুনব।

সারদা। না—সে কথা শুনবার বয়স তোমার হয় নি।

চন্দ্রা। আমি ছেলেমানুষ নই—আমি সব কথা বুঝতে পারি।

সারদা। তা হ'ক—তুমি যাও!

শ্রীপতি। তোমার মায়ের কথা শোন চন্দ্রা!

চন্দ্রা। আমি আশা করি বাবা, তুমি যখন রয়েছ—এবাড়ীতে কোন অন্যায় কাজ হবে না।

সারদা। ন্যায় অন্যায় নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামিও না চন্দ্রা! একটী মাত্র আইনে সংসার চলে না।

চন্দ্রা। জীবনকাকা, তুমি মাকে কি পরামর্শ দিয়েছ?

জীবন। তুমি তো জান মা, আমি কাউকে কোন পরামর্শ দিই না!

চন্দ্রা। মানুষ নিয়ে খেলা—এ খেলা ভাল নয়!

[প্রস্থান।

শ্রীপতি। কি, ব্যাপার কি? আমার চন্দ্রা-মা এত উত্তেজিত কেন?

সারদা। মেয়েকে স্বাধীনতা দেওয়ার ফল—এখন কারো কথাই শুনতে চায় না!

শ্রীপতি। ব্যাপার কি—জীবন?

সারদা। তুমি বল জীবন!

জীবন। রমানাথ বাবুর পুত্রবধূ, ঐ মেয়েটী—ওর সম্বন্ধেই কথা।

শ্রীপতি। রমানাথ বাবুর পুত্রবধূ সম্বন্ধে—কি কথা?

জীবন। কথাটা এমন কিছু নয়, মানে—(আমতা আমতা ভাবে) মেয়েটী ঠিক গেরস্তর মেয়ে নয়!

শ্রীপতি। হ্যাঁ—বল কি!

জীবন। মানে—একটু ইতিহাস আছে। আমি জানতেম।

শ্রীপতি। রমানাথ এ খবর জানে?

সারদা। বোধ হয় না। এই খবরটাই আমি কাজে লাগাব—তুমি একটী কথাও ব'লতে পাবে না!

শ্রীপতি। এই যদি তোমার মতলব, আমায় এ কথা জানালে কেন?

সারদা। তুমি এ সংসারের কর্ত্তা—তোমায় না জানিয়ে কোন কাজ করা চলে?

শ্রীপতি। এ কথা রমানাথের জানার মানে, রমানাথের পুত্রবধূ যাবে—ছেলে যাবে—সংসার নষ্ট হবে!

সারদা। আর আমার বাড়ীর সামনে চিম্‌নি উঠলে—লরী যাতায়াত ক'রতে থাকলে—আমার বাড়ীর খুব শ্রী খুলবে?—মনোহরপুরের মুখুজ্জেদের নামডাক বাড়বে?

শ্রীপতি। যাতে স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ হয়, এমন কাজে আমি চিরদিন বাধাই দিয়েছি!

সারদা। আজ তোমায় জেনে মুখবন্ধ ক'রে থাকতে হবে! ও যখন আমার বাড়ী নষ্ট ক'রতে চেয়েছে, ওর সংসার আমি ভাঙবো—ভাঙবো—ভাঙবো! টাকার গুমোরে ধরাকে সরা দেখছে—দেখি, ওর টাকা ওকে কতদূর রক্ষা করে!

শ্রীপতি। আমার ভাল লাগছে না!

সারদা। আমি আগে কিছু ক'রব না, রমানাথকে একখানা চিঠি দেব—ঐ জীবনই দিয়ে আসবে। রমানাথ যদি বুদ্ধিমান হয়, আমি চুপ ক'রে যাব—শুধু একটী সর্ত্তে, বাগানবাড়ীর জমি ওকে ছাড়তে হবে। জীবন, তুমি নিজে যাবে?

জীবন। না—লোক দিয়ে চিঠি পাঠাব; (শ্রীপতির প্রতি) আপনি শুধু ব'সে দেখুন না স্যর্—কি কাণ্ড হয়!

শ্রীপতি। তুমি তো জান জীবন—যারা Bull fight দেখে খুসী হয়, আমি সে শ্রেণীর দর্শক নই।

জীবন। সংসার বড় ভয়ানক জায়গা স্যর্—এখানে যে যা চায় না, তাকে তাই ভোগ ক'রতে হয়।

শ্রীপতি। মেয়েটীকে ছেড়ে দিয়ে—খবরটীকে অন্যভাবে কাজে লাগানো যায় না?

সারদা। না!

জীবন। আপনি কিছু ব'লবেন না বড়বাবু, তিন চারটে দিন চুপচাপ থাকুন—দেখবেন, ঐ সম্পত্তি রমানাথ বাবু আপনাকে তিন হাজার টাকায় বিক্রি ক'রতে পথ পাবে না—আপনি দশবছরে টাকা দেবেন—।

[প্রস্থান।

শ্রীপতি। আর পথ নেই ?

সারদা। একটার পর একটা তোমার জমিদারী নিলেমে উঠছে কেন—জান?

শ্রীপতি। জমিদারী একদিন হয়, একদিন যায়—সংসারে চিরদিন কিছু থাকে না ; জমিদারও নয়, জমিদারীও নয় !

সারদা। তোমার পায়ে পড়ি—আজ তুমি কথা ব'লো না। তুমি রাগ ক'রলেও আমি শুনবো না।

শ্রীপতি। বেশ—তবে আর রাগ ক'রবো না।

তৃতীয় দৃশ্য

রমানাথের বাড়ী—ললিতার ঘর। ললিতা একা একা চুপচাপ বসিয়াছিল—কিছুতেই স্বস্তি পাইতেছিল না। ঝি বরদা হাসিতে হাসিতে আসিল।

বরদা। বৌদি, বৌদি—ও বৌদি !

ললিতা। কি গা—বরদা, কি হয়েছে ?

বরদা। এখনো মাথার যন্ত্রণা যায় নি ?

ললিতা। না—বড় যন্ত্রণা হ'চ্ছে।

বরদা। কিছু কমে নি ?

ললিতা। না—কেন ?

বরদা। একটু মাথা টিপে দেব ?

ললিতা। না—দরকার নেই।

বরদা। সেই কি ওষুধ ডাক্তারেরা শুঁকতে দেয়—সেই ওষুধ এনে দেব ?

ললিতা। না—কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলেই সেরে যাবে।

বরদা। না, সকাল থেকে কেবলই ছট্‌ফট ক'রছো কিনা—তাই ব'লছিলাম !

ললিতা। আমি ঠিক আছি—তুমি এখন যাও।

বরদা। কই ঠিক আছ ?

ললিতা। তুই কি চাস ? কেন আমায় দেখে মুখ টিপেটিপে হাসিস্ ? কেউ তোকে শিখিয়ে দেছে ?

বরদা। ওমা, আমার কি হবে ! আমায় আবার কে কি শেখাবে ? বলে—"যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা"। আমার বরাত মন্দ, পরের বাড়ী খেটে খেতে হয়—তাই বাছা, তোমার মুখনাড়া সহ্য ক'রে এখানে প'ড়ে আছি। তা বেশ তো, দাও—আমায় বিদেয় ক'রে দাও। আমার কি, আমি তো আর তোমাদের মতন নই ? আমার বলে—এক দুয়োর বন্ধ তো, শতেক দুয়োর খোলা !—বল, কবে যেতে হবে ?

ললিতা। তুই যে দেখছি তিলকে তাল করিস্ ! আমি কি তোকে যেতে ব'লেছি ?

বরদা। আর কেমন ক'রে মানুষ মানুষকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়—তাও তো জানিনে বাপু ! কিছু খুঁজে পেলেনা, শেষে বলে—তুই আমায় দেখে হাসিস্ ! ভাগ্যে আমি মেয়ে মানুষ—একথা

কেউ বিশ্বেস ক'রবে না, আমি পুরুষ হ'লে কি কাণ্ড হ'ত বল দেখি ?—কত বড় কেলেঙ্কারি ! বাবু শুনলে কি ব'লতেন, বুড়ো কর্ত্তা শুনলে কি ব'লতেন—ছিঃ ছিঃ ছিঃ—আমি তোমায় দেখে হাসি !

ললিতা। তুই এখান থেকে যাবি—না এইরকম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব'কবি ! আমার আজ এসব ভাল লাগছে না।

বরদা। তোমার কি ভাল লাগবে—আর কি ভাল লাগবে না, তাই বুঝে চ'লতে গেলে—অন্যলোকের কি ক'রে চলে ! তার চেয়ে তুমি আমায় বিদেয় দেও, আমি কর্ত্তাবাবুর কাছে গিয়ে বলি—তোমার বৌমা আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে !

ললিতা। আমি তাড়াতে যাব কেন ?—তোমার গরজ থাকে, তুমি জবাব দিয়ে চ'লে যাও !

বরদা। আমি গরীব মানুষ, খেতে পাইনে—কত কষ্টে একটি চাকরী যোগাড় করেছি—আমি দেব চাকরী ছেড়ে ? চাকরী ছেড়ে কি খাব—আমায় ব'লতে পার ?

ললিতা। তোমায় চাকরী ছাড়তে হবে না—কেউ তোমায় জবাব দেবে না। তুমি দয়া ক'রে এখান থেকে চ'লে যাও—আমায় একটু একা থাকতে দাও !

বরদা। আমি তোমায় দয়া ক'রবো ?—হায়রে সেকাল ! ওগো, অত গুমোর ভাল নয়—ওগো, অত গুমোর ভাল নয়। আজ আমার এই দশা বটে—কিন্তু চিরদিন আমি এরকম ছিলাম না ; আমারও দিন ছিল গো—আমারও দিন ছিল ! আজ ছোট্ট এক ফোঁটা মেয়ে এসে কিনা আমায় বলে—দয়া করো ! আচ্ছা—

[প্রস্থান।

ললিতা। মাগো মা ! আমি কোথায় যাব—কোথায় যাব !

(নগেনের প্রবেশ)

নগেন। এ কি বৌদি, তোমার চোখদু'টো লাল হ'য়েছে—কাঁদছিলে নাকি ?

ললিতা। না ভাই, কান্না আসছে না—অথচ ইচ্ছে হ'চ্ছে—খুব খানিকটে চেঁচিয়ে কাঁদি !

নগেন। কেন বল'তো ?

ললিতা। কি জানি—কেন ! আচ্ছা ঠাকুর-পো, কবিরা যে বলে—জীবন মরীচিকা, তা সত্যি ?

নগেন। আরে, তুমিও সাহিত্য আলোচনা ক'রছ নাকি বৌদি ? মুস্কিলে ফেললে—দেখছি !

ললিতা। না—সাহিত্য নয়, জীবন—জীবন আলোচনা ক'রছিলাম ! ছেলেবেলায় ইস্কুলে কবিতা প'ড়েছিলাম—"জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে !"

নগেন। এও কবির কল্পনা—জীবন ভ্রমও নয়, সত্যিও নয় ! সুখের সময় সুখকে সুখ ব'লে মনে হয় না ; দুঃখের সময় অতীত সুখস্মৃতি নিয়ে মানুষ ভাবে—জীবন ভ্রম ! এইতো সুখ ছিল—কেন গেল ?

ললিতা। কারো নিজের দোষে যায় কি ?

নগেন। নিশ্চয়ই, রাখতে জানা চাই—That's the great art of life ! মাকড়সা নিজের জালে নিজে জড়ায়—বের'বার উপায় থাকেনা !···বৌদি, তোমার মন খারাপ হ'য়েছে তো ?

ললিতা। হ্যাঁ, কেন ?

নগেন। মন ভাল ক'রে দেব ?

ললিতা। কি ক'রে ভাল ক'রবে ?

নগেন। গান গেয়ে। তোমার মন কেন খারাপ হ'য়েছে, আমি জানি।

ললিতা। বল দেখি, কেন খারাপ হ'য়েছে ?

নগেন। জানি, কিন্তু ব'লবো না; দাদা যে বড় বদরসিক, নইলে দাদাকে শুনিয়ে গাইতুম! গানটা নতুন শিখেছি।

গান

তুমি জান হে কত ছলা, ও চিকণ-কালা!
কেন কুঞ্জে আসি বাঁজাও বাঁশী
(শ্যাম হে) ওতে ভুল্‌বেনা রাজবালা।
ক'রে বাসর সজ্জা, পেলেন লজ্জা
রাই ব্রজেশ্বরী;
জাগেন সারা নিশি কুঞ্জে বসি
মোদের কিশোরী!
এখন চন্দ্রাবলী ছার-কপালী
(শ্যাম হে) তোমার হ'য়েছে জপমালা।
ওহে কথা শোন, মিছে কেন, আর তাকাতাকি;
এবার ক'ল্লেন ধনী কমলিনী মান পাকাপাকি!
তোমার সব চাতুরী, ও শ্রীহরি!
(শ্যাম হে) কেন বাড়াও আর দ্বিগুণ জ্বালা॥

ললিতা। না—না, ও সব ঠাট্টা-তামাসার কথা রাখ ঠাকুর-পো!

নগেন। এতেও তোমার মন ভাল হ'ল না? hopeless! তবে কি ক'রবো?

ললিতা। (একটু চিন্তার পর) আচ্ছা, এক কাজ ক'রতে পার ঠাকুর-পো?

নগেন। কি কাজ?

ললিতা। ওদের বাড়ীর জীবনবাবুকে একবার আমার কাছে ডেকে আনতে পার?

নগেন। বাবা কি দাদা জানতে পারলে কিন্তু ভয়ানক চ'টে যাবে।

ললিতা। ওঁরা জানতে পারবেন না।

নগেন। কি দরকার?

ললিতা। আমি তো তোমায় ব'লেছি, ঐ জমিদার-গিন্নীকে আমার ভাল লাগে না। বাবা যদি ওদের সঙ্গে গণ্ডগোল না করেন, বড় ভাল হয়। জীবনবাবু যদি মিটিয়ে দেন—এই জন্যেই ডাকা!

নগেন। জীবনবাবু মিটিয়ে দেবেন—! আমি শুনেছি, উনি গণ্ডগোল বাধাতে অদ্বিতীয়। কোন গণ্ডগোল মিটবে, এ ইচ্ছে ওঁর আদৌ নেই।

ললিতা। ছেলেবেলায় জীবনবাবু আমায় জানতো—আমাদের সঙ্গে ওঁর খুব ভাব ছিল।

নগেন। ছেলেবেলায় তোমার বাবার সঙ্গে ভাব ছিল ব'লে আজ তোমার কথা শুনবে? কি যে তুমি বল বৌদি! তোমার মাথার ঠিক নেই দেখছি!

ললিতা। সত্যি ঠাকুর-পো, আমার মাথার ঠিক নেই—ঝগড়া-বিবাদে আমার বড় ভয়। আমি ছেলেবেলায় ঝগড়া-বিবাদের সাংঘাতিক ফল দেখেছি। আমার বড় শঙ্কা হ'চ্ছে। তুমি জীবনবাবুকে একবার ডেকে আনাও। এমন কৌশল ক'রে আন্‌বে, যেন কেউ জানতে না পাবে। আমি বরং একছত্র চিঠি লিখে দিই!

নগেন। আচ্ছা, দাও!

ললিতা চিঠি লিখিয়া নগেনের হাতে দিল; নগেন চিঠি লইয়া চলিয়া গেলে, রমানাথ বাবু প্রবেশ করিলেন।

রমানাথ। বৌমা!

ললিতা। বাবা!

রমানাথ। তোমার শরীর অসুস্থ ?

ললিতা। হ্যাঁ বাবা! মাথা তুলতে পাচ্ছি নে—ছিঁড়ে প'ড়ছে!

রমানাথ। একটু সাবধানে থেকো মা, সময়টা ভাল নয়; জ্বর হয়নি তো ?

ললিতা। না—জ্বর হয়নি; শুধু মাথার যন্ত্রণা।

রমানাথ। খগেন গেল কোথায়? আচ্ছা, আমি আপিসে গিয়ে খগেনকে বরং তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ললিতা। দরকার নেই বাবা, একটু একা থাকলেই আমার শরীর ভাল থাকবে।

রমানাথ। দেখ মা, তোমায় একটা কথা বলি—কথাটা অত্যন্ত গোপনীয়, তুমি কাউকে জানিও না।

ললিতা। (আশঙ্কায় বিবর্ণ মুখে) কি কথা বাবা!

রমানাথ। এই চিঠিখানা তুমি পড়ে দেখ, ঐ মাগীটা লিখেছে—ভারি পাজি !তোমার সম্বন্ধে নাকি কি সব কথা জানে, যা প্রকাশ ক'রলে আমাদের মাথা হেঁট হবে! আমি জানি, এ-সব মিথ্যে কথা, দম দিয়ে আমাদের কাছ থেকে কথা বার ক'রে নিতে চায়। তবু, আমি তোমায় জিজ্ঞাসা কচ্ছি মা, সত্যি তোমাদের সংসার সম্বন্ধে কোন গোপন কথা আছে কি? আগে থেকে সাবধান হওয়া ভাল। আমার কাছে গোপন ক'রো না—বল!

ললিতা। কি একটা কারবার ক'রতে গিয়ে আমার বাবার খুব দেনা হয়; তারপর তিনি bankrupt হন। ব'লতে গেলে, সেই শোকেই তিনি মারা গেলেন!

রমানাথ। হাজার হাজার ব্যবসাদার bankrupt হয়। তোমাদের সংসারের সব খুঁটিনাটি খবর জানিনি কখনো। একদিন অবসর ক'রে শুনবো। দিনরাত কাজ—বসি কখন ?

ললিতা। আপনি তো জানেন বাবা, আপনারা আমায় আমার এক জ্ঞাতি কাকার বাড়ী থেকে আনেন। বাবার শেষ জীবনে আমরা হঠাৎ অত্যন্ত দরিদ্র হ'য়ে পড়ি।

রমানাথ। সেইজন্যই তো তোমায় ঘরে এনেছি মা! আমি নিজে দরিদ্র ছিলাম। দরিদ্রের দুঃখ আমি জানি, আমি বুঝি। যাক্—আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম মা! আর কোন-দিক থেকে সুবিধে ক'রতে না পেরে শেষে তোমায় এর ভিতরে জড়াতে চায়—এমনি পাজি, বুঝেছ মা!

ললিতা। একথা যেন ওঁকে ব'লবেন না বাবা!

রমানাথ। খগেনকে?

ললিতা। হ্যাঁ, শুধু শুধু ওঁর মন খারাপ হবে।

রমানাথ। নিজের শ্বশুর খুব দরিদ্র ছিল, ঋণ শোধ ক'রতে পারিনি—insolvency file ক'রেছিল, এ তো সম্মানের কথা নয়—অত্যন্ত দুঃখের কথা! না—এ কথা আমি খগেনকে জানাবো না।

ললিতা। যে রকম শত্রুতা ক'রছেন, আমার তো মনে হয়, আমাদের সম্বন্ধে মিথ্যা কথাও রটনা ক'রতে পারেন।

রমানাথ। একবার রটনা ক'রে দেখুক না—আমাকে আদালতের সাহায্য নিতে হবে তাহ'লে।

ললিতা। আপনি মামলা-মোকর্দ্দমা ক'রবেন?

রমানাথ। ইচ্ছে ছিল না—বাধ্য হ'য়ে ক'রতে হবে। ওরা যখন তোমার মত একটি নিরীহ শান্ত মেয়েকে এর মধ্যে টেনে আনতে পারে, ওদের আমি কিছুতেই ক্ষমা ক'রবো না! যারা এই রকম চিঠি লিখতে সাহস করে, তাদের অসাধ্য কিছু নেই! আস্পর্দ্ধার কথা শুনেছ মা? লিখেছে—(চিঠি বাহির করিয়া পড়িলেন)

"তোমার পুত্রবধূর সম্বন্ধে এমন কথা আমার জানা আছে, যা প্রকাশ হ'লে তোমাদের সংসারের সুখশান্তি একেবারে নষ্ট হ'য়ে যাবে।"

ললিতা। বাবা, কোন রকমে কি মিটমাট হ'তে পারে না?

রমানাথ। এই চিঠি পাওয়ার পর আর সম্ভব নয় বৌমা! আমি এখনি এর উত্তর লিখে দিচ্ছি।

ললিতা চঞ্চল হইয়া ঘরে বেড়াইতে লাগিল; পরে জানালার ধারে গেল।

রমানাথ। বৌমা! বৌমা, কোথায় গেলে?

ললিতা। এই যে বাবা!

রমানাথ। তুমি কিচ্ছু ভেব না মা! আমি ও বদ্‌মায়েসদের একবার দেখে নিচ্ছি। তুমি মাথায় অডিকলন দিয়ে মাথার কাছে পাখা খুলে দিয়ে ঘুমোও। দু'ঘণ্টা ভাল ঘুম হ'লে তোমার সব অসুখ, সব দুশ্চিন্তা চ'লে যাবে মা—তুমি সুস্থ হ'য়ে উঠবে।

[প্রস্থান।

ললিতা। উঃ—ভগবান!

(জীবনকে সঙ্গে লইয়া নগেনের প্রবেশ)

নগেন। আসুন—জীবনবাবু! বৌদি, কি কথা ব'লবে—বল। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। পাঁচমিনিটের বেশী দেরী ক'রো না—দাদা আসতে পারে।

[প্রস্থান।

জীবন। তুমি আমায় ভোলনি দেখ্‌ছি!

ললিতা। আমি ভুলতে চাই!

জীবন। সেকালে তোমার কি নাম ছিল—নলিনী ?

ললিতা। আপনাব পায়ে পড়ি, আপনি আমায ওনামে ডাকবেন না।

জীবন। বটে, আজকাল কি নাম নিযেছ ?

ললিতা। আপনি যাদের কাছে আমায দেখেছিলেন, তাঁবা আমাব মা-বাবা নন,—মাসীমা-মেসোমশায ব'লে ডাকতুম। বাবা-মা ছেলেবেলায় মাবা যান। আমাব কাকা সে বাড়ী থেকে আমায উদ্ধাব করেন।

জীবন। নাম বদলিয়েছ কেন ?

ললিতা। নলিনী নামটার উপর আমার বড ঘৃণা হ'য়েছিল। আমি সে দিনেব কথা ভুলতে চাই।

জীবন। তুমি ভুলতে চাইলে কি হবে ?—তোমায় তো ভুলতে দেবে না। (রহস্যপূর্ণ হাসি) তুমি আমায ডেকেছ কেন ? তোমার সাহস আছে দেখছি। বেশ, আমি এখানে বেশীক্ষণ থাকতে পারবো না। তোমার শ্বশুরটী মানুষ ভাল নয়। আমায ডেকেছ কেন ?

ললিতা। আপনি আমায় বক্ষা করুন।

জীবন। আমি তোমায় রক্ষা ক'রবো ? কেন বল দেখি ?

ললিতা। আপনি চেষ্টা ক'রলে রক্ষা হয। আমায় ভাসতে হয় না।

জীবন। আমি চেষ্টা ক'রবো কেন ? আমি তো পবোপকার করিনে। আমার পরোপকার সহ্য হয় না—সে ধাত্ আমার নয় !

ললিতা। আমি আপনার পায়ে ধ'রে মিনতি ক'রছি।

জীবন। আরে, এ সব বৈষয়িক ব্যাপার—টাকাকড়ির কথা, শুধু শুধু হাতেপায়ে ধ'রলে কি হবে ?

ললিতা। আপনি কি চান ?

জীবন। কিছুই চাইনে। দেখ নলিনী—

ললিতা। আমায় ললিতা ব'লবেন।

জীবন। ভাল, ললিতা—কথাটা কি জান ? আমি নিজে অত্যন্ত খাঁটি লোক, মন্দ কাজ যে করিনে—তা নয় ; তবে সে আমার নিজের জন্যে নয়—মনিবের জন্যে। দু'টো কথা এদিক ওদিক ক'রলে যদি বুঝি মনিবের ভাল হয়, তা আমি ক'রে থাকি। এখন আমার মনিবের বাঁচন-মরণ নির্ভর ক'রছে তোমার শ্বশুরের উন্নতি-অবনতির উপর—বুঝতে পেরেছ ?

ললিতা। দেখুন, আমার কাছে এই তিনশ' টাকার নোট আছে। আমার শ্বশুর যে হাতখরচা দেন, তাই থেকে জমিয়েছি। এই টাকাটা আপনাকে দিতে পারি।

জীবন। মোটে তিনশ' টাকা! তিনশ' টাকায় আমার কি হবে ?

ললিতা। এর বেশী আর আমার নেই।

জীবন। এক কাজ কর, টাকাটা হাতছাড়া ক'রবে ?—যদি এবাড়ী থেকে তোমায় চলে যেতে হয়, টাকাটা কিছুদিন কাজে লাগতো।

ললিতা। আমায় আপনি বাঁচান, আমি আর কোথাও যাবনা। এ বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারবো না। আমায় বাঁচান, যেমন ক'রে পারেন—বাঁচান। টাকা আপনি নিন!

জীবন। তুমি দিচ্ছ, এখন তোমার অভাব নেই—ভাল কথা। কিন্তু সত্য কথা কি গোপন থাকে ?

ললিতা। এই ঘটনার পর থেকে আমার প্রাণে যে কি যন্ত্রণা হ'চ্ছে—আমি ব'লতে পাচ্ছিনে। আপনি ব'লে যান—কোন ভয় নেই, আমি নিশ্চিন্তি মনে ঘুমুই! আমি বড় ক্লান্ত হ'য়েছি, আমায় ছেড়ে দিন!

জীবন। দেবার মালিক কি আমি? তুমি আজও ছেলেমানুষ আছ দেখছি! নেহাৎ যদি এ বাড়ী থেকে চ'লে যেতে হয়, বরদা ঝিকে দিয়ে আমায় একটা খবর দিও!

ললিতা। এ বাড়ী থেকে চ'লে যাবনা ব'লেই তো আপনার মুখ বন্ধ ক'রতে যাচ্ছি। আপনি শ্রীপতিবাবুর স্ত্রীকে এ সম্বন্ধে আর একটী কথাও ব'লবেন না।

জীবন। শ্রীপতিবাবুর স্ত্রী সব জানেন। তিনি তোমার শ্বশুরকে চিঠি দিয়েছেন, জান বোধ হয়?

ললিতা। হঁ্যা, সে চিঠি আমি দেখেছি।

জীবন। তোমার শ্বশুর যদি ও সম্পত্তি ছেড়ে দেয়, তবেই গণ্ডগোল মেটে—দ্বিতীয় উপায় কিছু নেই। আমি বুঝিয়ে ব'ললে মাঠাকৃরুণ এ সম্বন্ধে আর উচ্চবাচ্য ক'রবেন না। তুমি তোমার স্বামী কিংবা শ্বশুরকে ধ'রে সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর।

ললিতা। আমি সামান্য স্ত্রীলোক—আমার কথা কে শুনবে?

জীবন। তোমার আপনার জন যদি তোমার কথা না শোনে, আমরাই বা তোমার কথা শুনবো কেন? দেখ, এ তিনশ' টাকা তোমার কাছে রেখে দাও—তোমার কাছ থেকে টাকাটা আর নেব না; যা পারি, এমনিই ক'রবো; তবে, কি যে হবে—কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে!

ললিতা। আপনি আমার অনুরোধ রাখবেন না?

জীবন। রাখবার পথ দেখতে পাচ্ছিনে। যাই হোক, তুমি কাঁদাকাটি ক'রোনা—উত্তেজিত হ'য়োনা। মাথা ঠাণ্ডা রাখ। বিপদ আপনি আসে, আপনি চ'লে যায়—বিপদে ধৈর্য্য ধ'রতে হয়। অনেক সাবধানে চ'লেও বিপদের হাতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না!

(নগেনের প্রবেশ)

নগেন। জীবনবাবু, চ'লে আসুন—সাত মিনিট হ'য়ে গেছে আপনার। বৌদি, আশা করি তোমার যা ব'লবার ছিল, ব'লেছ ?

ললিতা। ব'লেছি—।

নগেন। এর পর তোমার কাছে শুন্‌বো।

[জীবনকে লইয়া নগেনের প্রস্থান।

ললিতা। কি করি, কার কাছে পরামর্শ নিই, কে এ বিষয়ে আমায় রক্ষা ক'রবে ? এ জীবন—এ অভিশপ্ত জীবন নিয়ে আমি কি ক'রবো—কোথায় গিয়ে দাঁড়াব !

(খগেনের প্রবেশ)

খগেন। ললিতা, আজ সম্পত্তি রেজিষ্টারি হ'য়ে গেল—কাল থেকেই কাজ আরম্ভ হবে। তারপর, কেমন আছ—একটু ঘুম হ'য়েছিল ?

ললিতা। হ্যাঁ—তা, একটু ঘুমিয়েছি !

খগেন। এখন তোমায় অনেকটা ভাল দেখাচ্ছে।

ললিতা। দাঁড়াও, তোমার চা এনে দিই।

খগেন। এই চা খেয়ে আসছি, এখন আর চা খাবনা। তুমি বস। একি, তোমার চোখমুখ লাল ! দেখি, এই দিকে এস—কপালখানায় হাত দিয়ে দেখি। বেশ গরম—! তোমার জ্বর হ'য়েছে নাকি ?

ললিতা। তা হ'তেও পারে—। (অনেকক্ষণ স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া) এই দু'বছর তোমার কাছে আমি সুখে আছি, খুব সুখে আছি—!

খগেন। সুখে আছ ললিতা ?

ললিতা। আমি সুখে আছি, কিন্তু তোমায় সুখী ক'রতে পেরেছি কি ?—বল ? বল—আমায় পেয়ে তুমি সুখে ছিলে কিনা ?

খগেন। এ কথা কেন ললিতা!

ললিতা। আজ যদি আমি মারা যাই, আমার কথা ভবিষ্যতে তোমার মনে প'ড়বে?

খগেন। তোমার কি হ'য়েছে? এ'সব কথা কেন ব'লছ?

ললিতা। যখন আমি থাকবো না—মনে রেখো, আমি একদিন ছিলাম—সুখে ছিলাম!

খগেন। কি সব বাজে কথা ব'লছ! তুমি এ'সব কথা মন থেকে সরিয়ে ফেল। তুমি তো এ'রকম ছিলে না। ক'দিন দেখছি, তোমার এই রকম মনমরা ভাব। এ ভাল নয়--তুমি হাস, স্ফূর্ত্তি কর। শীগ্‌গির তুমি সন্তানের মা হবে—তোমার জীবনের দায়িত্ব এখন কত বেশী!

ললিতা। আচ্ছা, শ্রীপতিবাবুদের সঙ্গে এই বিবাদ মিটিয়ে ফেলা যায় না?

খগেন। হ্যাঁ—শ্রীপতিবাবুর স্ত্রী যদি তোমার কাছে এসে ক্ষমা চায়, তাহ'লে মিটবে—নইলে নয়।

ললিতা। ওদের বাড়ীর সামনে চিনির কল উঠবে না তাহ'লে?

খগেন। (একটু চিন্তার পর) জমি যখন রেজেষ্টারী হ'য়ে গেছে, সে কথা আমি ব'লতে পারি না। না ললিতা, তোমার কাছে ক্ষমা চাইলেও ওদের সঙ্গে সদ্ভাব হবে না। তবে এ কথা নিশ্চয়ই, ও যদি সেদিন তোমায় অপমান না ক'রতো, আমি নিজে উদ্যোগী হ'তেম না। আর, বাবারও এতখানি জিদ শুধু তোমার জন্যে।

ললিতা। কিন্তু আমি তোমায় ব'লছি, আমার কোন জিদ নেই।

খগেন। তোমার স্বামী-শ্বশুরের যাতে জিদ, সে বিষয়ে তোমারও জিদ থাকা দরকার।

ললিতা। আমি সদাই ভয়ে ভয়ে আছি। আমার মনে হয়, এই ঘটনার ফলে কি জানি কি দুর্ঘটনা ঘ'টবে!

খগেন। (ঈষৎ সন্দিগ্ধভাবে) এর মানে কি ললিতা? তোমার এই ভয়ের পিছনে সত্যি কোন কারণ আছে—না শুধু ভয়? এখনো আমায় বল। এদের সঙ্গে তোমার আগে জানাশোনা ছিল?—বিয়ের আগে? থাকে তো এখনো বল।

ললিতা। কিছু না।

খগেন। তবে এত ভাবছ কেন? এত মনমরা হ'য়ে আছ কেন? মনে বল কর।

ললিতা। তুমি আমার কাছে কাছে থাক, তুমি আমায় ভুলিয়ে রাখ। তুমি আমায় ঘিরে রেখে দাও। আমি সংসার ভুলে থাকতে চাই।

খগেন। না—তোমার সত্যি কোন অসুখ ক'রেছে দেখছি; কাল সকালেই ডাক্তার ডাকা দরকার!

ললিতা। তুমি কাছে থাকলেই আমি ভাল হব'। কাল সকালে উঠে দেখো—আমার কোন অসুখ নেই। একটা রাত ঘুমুতে পারলে আমি সুস্থ হব।

খগেন। তুমি আসে পাশে চাইছ কেন?

ললিতা। আমার বড় ভয় ক'চ্ছে, গা ছমছম ক'চ্ছে—আজ রাত্রেও কি আমার ঘুম হবে না?

খগেন। ক'রাত্তির ঘুম হয়নি?

ললিতা। তিন রাত্রি। মনে হ'চ্ছে, চারপাঁচ ঘণ্টা ভাল ঘুম হ'লে কোনো অসুখ থাকবে না; কিন্তু চারপাঁচ মিনিটের মত তন্দ্রাও আসছে না।

খগেন। আচ্ছা, ডাক্তারখানায় ব'লে একটা ঘুমের ওষুধ আনিয়ে দিচ্ছি।

ললিতা। না—তুমি কোথাও যেওনা; আমার কাছে কাছে থাক। ~~বস এইখানে—বস, আমার পাশে~~।

বিরাম

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শ্রীপতিবাবুর বাড়ীর বসিবার ঘর।
চন্দ্রা একা একা গান গাহিতেছিল।

গান

শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজবিহারী,
হৃদি মন্দিরে রাখি তোমারে হেরি।
গুরু গঞ্জন চন্দন অঙ্গভূষা,
রাধাকান্ত নিতান্ত তব ভরসা—
সম শৈল কুল মান দূর করি,
জগরঞ্জন মোহন বংশীধারী।
গোবিন্দ দাস কহে শুন শ্যামরায়,
তুয়া বিনা মোর চিত আন নাহি চায়।

(নগেনের প্রবেশ)

চন্দ্রা। নগেনবাবু, আসুন—এস!

নগেন। তোমাদের বাড়ী আসতে ভয় হয়।

চন্দ্রা। কিসের ভয়?

নগেন। তোমার বাবা হয়ত' কিছু ব'লবেন না, কিন্তু তোমার মা অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিতে পারেন।

চন্দ্রা। মা কি যখন তখন মানুষকে শুধু শুধু অপমানই করেন নাকি?

নগেন। আমার তো সেই রকমই ধারণা!

চন্দ্রা। তোমার ধারণা ভুল !

নগেন। প্রমাণ এখনও পাইনি।

চন্দ্রা। মা যদি একদিন তোমায় বসে খাওয়ান, তাহ'লে অন্য ধারণা হবে তো ?

নগেন। না—দরকার নেই। তোমার মা খাওয়াবেন, সহ্য হবে না—শেষ-পরে কি মারা যাব ? বৌদি এ বাড়ীতে যে ব্যবহার পেয়েছেন, তারপর থেকে এখানে পাঁচ মিনিট থাকতে সাহস হয় না।

চন্দ্রা। তারপর থেকে সে বাগানে পর্য্যন্ত বেড়ায় না !

নগেন। তার যা অবস্থা হ'য়েছে—দিনরাত একা একা র'য়েছে—কেবলই চেষ্টা ক'রছে, তোমাদের সঙ্গে বিবাদ মিটে যাক। আমায় ডেকে ব'ললে—"ঠাকুর-পো, যেমন ক'রে হোক, বিবাদ মিটিয়ে ফেল"। সে কিছুতেই স্থির হ'তে পাচ্ছে না। তোমার বাবা কোথায় ?

চন্দ্রা। বাবাকে মিটমাটের কথা তুমি ব'লবে ?

নগেন। আর কে ব'লবে ? বৌদির জন্যে আর কার মাথা ব্যথা হ'য়েছে ?

চন্দ্রা। ওঃ—নইলে আসতে না ?

নগেন। কি ক'রে আসবো ? তুমিই তো ব'লেছ—তুমি আমার শত্রু !

চন্দ্রা। তবে শত্রুর বাবার কাছে এসেছ কেন ?

নগেন। সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে।

চন্দ্রা। সন্ধির সর্ত্ত ?

নগেন। বিজিত রাজ্য ছাড়তে রাজী আছি, যদি তার বদলে 'রাজকন্যে' পাই।

চন্দ্রা। রাজ্যের বদলে 'রাজকন্যে' ? 'রাজকন্যে' অত সস্তা নয় !

নগেন। 'রাজকন্যের' জন্যে কি 'কোয়ালিফিকেশনের' দরকার ? লক্ষ্যবেধ—

না ধনুর্ভঙ্গ? তোমার বাবাকে ডাক, তুমি এখানে থেকোনা যেন!

চন্দ্রা। আমি থাকবোনা কেন?—আমি থাকবো।

নগেন। তাহ'লে আমি চ'লে যাব—সন্ধির প্রস্তাব ক'রব না।

চন্দ্রা। যাও দেখি, কেমন ক'রে যাবে? (মধুর হাসি)

চন্দ্রার গান

যেওনা যেওনা প্রিয়,
এ মধু মাধবী রাতে;
রজনী সজনী জাগে
গগনে চাঁদিনী সাথে।

নগেন। তোমার সাহস তো কম নয়? তোমার মা যদি তোমার এই 'মেলোড্রামাটিক্' গান শোনেন, তোমায় আস্ত রাখবেন না!

চন্দ্রা। (গান) বনে বনে ফুলদোলা
মনের দুয়ার খোলা,
তোমার পরশ লাগি
নিদ নাহি আঁখিপাতে!
তোমার নয়ন তলে
রূপালী প্রদীপ জ্বলে!
রচিয়া স্বপন-মেলা
নীরবে কল্পনাতে॥

(শ্রীপতিবাবুর প্রবেশ)

শ্রীপতি। কে?

নগেন। আমি—মানে নগেন রায়!

শ্রীপতি। নগেন রায় ? কোন্ নগেন রায়—বলতো ? কোথায় বাড়ী ?

নগেন। আপনি আমায় দেখেন নি ?

শ্রীপতি। ঠিক মনে প'ড়ছে না তো ?

নগেন। আপনার স্মৃতিশক্তি বা দৃষ্টিশক্তি খুব প্রখর ব'লে মনে হ'চ্ছে না !

শ্রীপতি। না— ; তুমি কি আমাদের পাশের বাড়ীর রমানাথ বাবুদের বাড়ীতে থাক ?

নগেন। শুধু থাকিনে—বাড়ীটা আমাদেরই !

শ্রীপতি। ওঃ—বাড়ীটে তোমাদের ? তার মানে, তুমি রমানাথবাবুর—

নগেন। ছোট ছেলে।

শ্রীপতি। আমার কাছে এসেছ ? না—আমার কাছে নয়।

নগেন। আজ্ঞে হ্যাঁ—আপনার কাছেই ?

শ্রীপতি। প্রয়োজন ?

নগেন। আপনাতে আর বাবাতে যে বিবাদটি আরম্ভ হ'য়েছে, সেটি মেটানো যায় কি ক'রে—এই সম্বন্ধে একটু আলোচনা ক'রতে।

শ্রীপতি। বিবাদ মেটানো কি তোমার বাবার ইচ্ছে ?

নগেন। বাবার ইচ্ছে নয়—আমার ইচ্ছে !

শ্রীপতি। তুমি বিবাদ চাও না ?

নগেন। না।

শ্রীপতি। তোমার বাবা বিবাদ চান, তোমার দাদা চান, অথচ তুমি চাও না—খুব আশ্চর্য্য !

নগেন। না, আশ্চর্য্য মোটেই নয়—"Men differ as rivers differ."

শ্রীপতি। এর কারণ কি ?

নগেন। কারণ, আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়েছে।

শ্রীপতি। বুঝলাম না।

নগেন। আপনি ঠিক বুঝবেন না। আপনাদের সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা ছিল না, সুতরাং কোন মেয়েকে কোন ছেলে কিছুদিন ধ'রে দেখলেই, অনেক ক্ষেত্রে একবার দেখলেই—তাদের মধ্যে যে temporary sex consciousness জাগ্রত হত, সেইটেকেই তারা 'ভালবাসা' 'প্রেম',—এই সমস্ত বড় বড় নাম দিয়ে বর্ণনা ক'রত। আমরা আজকালকার ছেলে, আমরা জানি it's nothing—ও কিছু না, থাকে না!

শ্রীপতি। তা হ'লে ভালবাসার গভীরত্ব রইল কোথায়?

নগেন। আপনি ভুল ক'রছেন। আমি ভালবাসার অস্তিত্বই স্বীকার কচ্ছিনে—ওটা sex consciousness.

শ্রীপতি। আগাগোড়াই sex consciousness?

নগেন। আজ্ঞে—হ্যাঁ!

শ্রীপতি। তুমি কি ব'লতে চাও?

নগেন। কিছু না।

শ্রীপতি। তবে তুমি আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছিলে কেন?—তুমি আমার কাছে আসনি!

নগেন। হ্যাঁ, এই বিবাদটা মিটিয়ে ফেলুন—এর জন্যে যদি দরকার হয়, আমি কিছু sacrifice ক'রতে প্রস্তুত আছি।

শ্রীপতি। কি রকম sacrifice?

নগেন। ধরুন, I can take the risk of marrying your daughter—যদি বিবাদ মেটে!

শ্রীপতি। You can take the *risk* of marrying my daughter?

নগেন। আজ্ঞে—হ্যাঁ!

শ্রীপতি। তোমার বাবা রাজী হবেন?

নগেন। কি দরকার ?—আমি বাবার অমতেই বিয়ে ক'রতে পারি। I have the courage !

শ্রীপতি। তুমি কি কর ?

নগেন। খাই দাই, ঘুমোই—ক্রিকেট খেলি—কিছু পড়াশুনো করি !

শ্রীপতি। না না—সে কথা নয় ; কিছু উপার্জ্জন ক'রতে পার ?

নগেন। দরকার হয় না। বাবাই খরচ যোগান।

শ্রীপতি। তাঁর অমতে বিয়ে ক'রলে তিনি কি আর খরচ যোগাবেন ?

নগেন। নিশ্চয়ই নয় ! ভয়ানক একগুঁয়ে মানুষ—মানে, ঠিক cultured নয় আর কি ! বেশী পড়াশুনো ক'রবার সুযোগ হয় নি।

শ্রীপতি। তবে স্ত্রীর ভরণপোষণ ক'রবে কি ক'রে ?

নগেন। ভরণপোষণ ক'রব না—আপনার এখানে থাকব।

শ্রীপতি। My god !

নগেন। তারপর বাবা খোসামোদ ক'রে বাড়ী নিয়ে যাবেন।

শ্রীপতি। তোমার বাবাকে ব'লো—যে জমি নিয়ে বিবাদ, সেই জমি যদি ফিরিয়ে দেন—তবেই বিবাদ মিটবে।

নগেন। জমিজমা আমি বুঝিনে—I have very little interest ! আমার হাতে যেটুকু আছে, আপনাকে ব'লে গেলাম। বৌদির বড় ইচ্ছে—বিবাদ মিটে যায়। তা'ছাড়া Your daughter is really a friend of mine. I like her—তার চেয়েও বেশী—I adore her ! এখন, আপনি কি ক'রবেন—বলুন ?

শ্রীপতি। আমার স্ত্রীর সঙ্গে একবার পরামর্শ করি।

নগেন। আপনার স্ত্রী ? Oh ! she is a terrible woman. ওঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রলে চ'লবে না শুর !

(সারদার প্রবেশ)

নগেন। আমি চ'ল্লাম স্যর! (প্রস্থানোদ্যত)

সারদা। আমার কথা শোন।

নগেন। বলুন!

সারদা। তুমি আমার মেয়ের সঙ্গে কথা কও কেন? আমি তো তোমায় বারণ ক'রে দিয়েছি!

নগেন। আপনি কি মনে করেন, আপনি বারণ ক'ললেই আমাদের কথাবার্ত্তা বন্ধ হবে?

সারদা। হওয়া উচিত—আমার ইচ্ছে।

নগেন। আপনার ইচ্ছেয় দুনিয়া চ'লছে না—চ'লবেও না। আমার যা ব'লবার ছিল, আপনার স্বামীকে ব'লেছি। আমি চ'ল্লাম। (প্রস্থানোদ্যত)

সারদা। শোন—শোন!

নগেন। কেন?

সারদা। আমার মেয়েকে যদি বিয়ে ক'রতে চাও, তোমার বাবাকে পাঠিয়ে দিও।

নগেন। বাবাকে এর মধ্যে টানতে চাইনে। it's purely my own business. [প্রস্থান।

শ্রীপতি। ছেলেটি তো মন্দ নয়!

সারদা। ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাও নাকি?

শ্রীপতি। দোষ কি! আমি তো কন্যাদায়গ্রস্ত—?

সারদা। মনোহরপুরের মুখুজ্যেবংশের মেয়ে—ওর বিয়ের ভাবনা নেই।

শ্রীপতি। মুখুজ্যেবংশের সে জৌলশ আর নেই বড়বৌ! আর বংশের নামে চলে না। লোকের মনে বংশের মোহ নেই। সুন্দরী

সুশিক্ষিতা মেয়ের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চ'লেছে। মানুষগুলো সব ব'দলে যাচ্ছে! তা'ছাড়া—

সারদা। 'তা'ছাড়া' কি ?

শ্রীপতি। তা'ছাড়া, আমাদের অনুমতি চাইছে ভদ্রতার খাতিরে।

সারদা। তার মানে ?

শ্রীপতি। তোমার মেয়ে ছেলেটিকে ভালবাসে; আমরা অনুমতি না দিলে --বোধ করি, আমাদের বিনা অনুমতিতেই বিয়ে হ'য়ে যাবে।

সারদা। আমার মেয়ে বাপ-মায়ের কথা শুনবে না—নিজের মতে বিয়ে ক'রবে ? এ হ'তেই পাবে না!

শ্রীপতি। 'আমার মেয়ে' 'তোমার মেয়ে'র কথা নয় বড়বৌ—এরা আজকালকার মেয়ে! ওরা নতুন মন নিয়ে জন্মেছে। ওদের তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না।

সারদা। কিন্তু, ওদের বড়বৌ সম্বন্ধে যে অপবাদ শুনছি—তারপর ওদের বাড়ীতে আর মেয়ে দেওয়া চলে না।

শ্রীপতি। খবরটা চেপে যাও, কাউকে কিছু ব'লো না—আর বাড়াবাড়ি ক'রবার দরকার নেই।

সারদা। আর চাপবার উপায় নেই—রমানাথ খানিকটা বুঝতে পেরেছে।

(রমানাথ ও ললিতার প্রবেশ)

রমানাথ। এস তো বৌমা! দেখি, তোমার নামে কে কি ব'লতে সাহস করে? (সারদার প্রতি) আপনার দ্বিতীয় চিঠিও পেয়েছি। আপনি কেন এ'সব ক'রছেন ? যদি মিথ্যে প্রমাণ হয়, আপনি জানেন. আপনাকে কোথায় দাঁড়াতে হবে ?

সারদা। একটা মিথ্যে ঘটনা নিয়ে আপনার ক্ষতি ক'রবার চেষ্টা ক'রছি— এই কি আপনার ধারণা ?

রমানাথ। হ্যাঁ—আমার তাই ধারণা!

সারদা। আপনার ধারণা ভুল!

রমানাথ। কোথায় আপনার জীবনবাবু? ডাকুন তাকে!

সারদা। আমি তাকে খবর দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

শ্রীপতি। রমানাথ বাবু! আপনি আমার কথা বিশ্বাস ক'রবেন, আমি ব'লছি—এ সবের ভিতর আমি নেই।

রমানাথ। আপনি থাকুন বা নাই থাকুন, আমার ক্ষতি কম হবে না—শ্রীপতিবাবু! আপনার সংসার, আপনিই বা এর কোন কথায় থাকবেন না কেন? যদি না থাকেন—দোষ আপনার!

শ্রীপতি। ব'সো মা, ব'সো—তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এইখানে ব'স।

রমানাথ। সে দিন যে ভদ্রতার নমুনা দেখে গিয়েছেন, তারপর থেকে এ বাড়ীতে ব'সতে কার সাহস হবে বলুন?

শ্রীপতি। আমি এখানে থাকব না। আমার অনুরোধ রমানাথ বাবু, গণ্ডগোল আর বাড়াবেন না—মিটিয়ে ফেলুন। কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ উঠবার উপক্রম হয়েছে।

রমানাথ। গণ্ডগোল তো বাড়াচ্ছেন আপনার স্ত্রী—আর সে স্ত্রীকে শাসনে রাখবার সামর্থ্য আপনার নেই।

শ্রীপতি। কেন বলুন তো আমাদের পারিবারিক জীবন টেনে কথা বলেন? ছিঃ—!

(শ্রীপতিবাবুর প্রস্থান ও জীবন ঘোষের প্রবেশ)

রমানাথ। তোমায় আমি জেলে দেব—জীবন ঘোষ!

জীবন। কিছু বিলম্ব আছে রমানাথ বাবু! তার আগে আপনার কি অবস্থা হয়, দেখুন? যাক্—যে সম্পত্তি আপনি সাড়ে বারো হাজার টাকায় কিনেছেন, সেটি ব্যবহার ক'রতে পাবেন না।

রমানাথ। তার মানে ?

জীবন। ওখানে কল তোলা চ'লবে না। সম্পত্তি, হয় আপনাকে ফেলে রাখতে হবে, নয়—বড জোর, ভাল পার্টিকে বিক্রি ক'রতে পারেন। আমাদের বড়বাবু কিনতে প্রস্তুত আছেন, তবে যে টাকায় তিনি দশ বছর আগে বেচেছিলেন।

রমানাথ। সেটা অনেক পরের কথা—আপাততঃ আমি বৌমাকে তোমাদের কাছে নিয়ে এলাম। কি প্রমাণ দিতে চাও—দাও!

জীবন। কাজটা ভাল করেননি রমানাথ বাবু! এ অবস্থায় উনি কি সহ্য ক'রতে পারবেন ?

রমানাথ। তোমরা মিথ্যে কথা ব'লছো—কিছু প্রমাণ ক'রতে পারবে না।

জীবন। দেখুন, প্রমাণ ক'রতে পারি কি না ? (ললিতার প্রতি) আপনি আমায় চেনেন ? দেখুন আমায়!

রমানাথ। তোমার সাহস তো কম নয় জীবন ঘোষ!

জীবন। সাহস হবার কারণ আছে। (ললিতার প্রতি) আমার কথার উত্তর দিন—আমায় চেনেন ? বিয়ের আগে আমায় দেখেছিলেন ?

রমানাথ। বল মা, বল—উত্তর দাও।

ললিতা। (অতি ভয়ে মিথ্যা কহিলেন) না।

জীবন। আপনি কখন "নারকেল ডাঙা মেন রোডে" ছিলেন ?

ললিতা। না।

জীবন। আপনার মা কি আপনার বাবার বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন ?

রমানাথ। এই জীবন ঘোষ—রাস্কেল!

ললিতা। নিশ্চয়ই বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন!

জীবন। আপনার মায়ের নাম কি ?

ললিতা। স্বর্গীয়া মনোমোহিনী দেবী।

জীবন। না—তিনি তো আজো স্বর্গীয়া হননি। তার নাম—শ্রীমতী মনোরমা দেবী; তিনি সশরীরে বেঁচে আছেন।

ললিতা। মিথ্যেকথা!

জীবন। প্রমাণ চান?

ললিতা। কেন আমার এ সর্ব্বনাশ ক'রছেন আপনি? আমি আপনার কি ক'রেছি?

(জীবন "কল" বেল" টিপিল—ব্রজেন্দ্রের প্রবেশ)

জীবন। ব্রজেন, নীচে থেকে সেই স্ত্রীলোকটাকে ডেকে আন।

[ব্রজেন্দ্রের প্রস্থান।

ললিতা। আমি এখানে থাকবো না বাবা, আপনি আমায় বাড়ী নিয়ে চলুন।

রমানাথ। আর একটু থাকতে হবে মা! দেখি, এদের দৌড় কতদূর।

(জনৈক স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

স্ত্রীলোক। ওমা! নলিনী?—তুই এখানে?

ললিতা। আমি নলিনী—তোমায় কে ব'ললে?

স্ত্রীলোক। কে আবার ব'লবে—তোকে আমি চিনতে পারব না? গায়ে গয়না ঝল্‌মল্ ক'চ্ছে—বেশ হয়েছে মা, বেশ হয়েছে! আমি শুনেছি, তোর ভাল ঘরে বিয়ে হ'য়েছে, জামাই বড়লোক—শ্বশুর তোকে ভালবাসে। তোর শ্বশুরকে ব'লে কিছু মাসোহারার ব্যবস্থা ক'রে দে না মা! খেতে পাচ্ছিনে—পরণে কাপড় নেই, মাথায় তেল নেই, পেটে ভাত নেই! কি কষ্টে যে দিন যাচ্ছে! মাথার ওপর ভগবান আছেন—তিনিই দেখছেন।

(ললিতার মাথা ঘুরিয়া গেল)

জীবন। আরও প্রমাণ চাই রমানাথ বাবু ?

রমানাথ। না।

জীবন। এস বাছা! [জীবন ও স্ত্রীলোকের প্রস্থান।

রমানাথ। (অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর) ঐ স্ত্রীলোকটি তোমার মা ?

ললিতা। না।

রমানাথ। আমি বুঝতে পেরেছি—তুমি ওকে চেন, ও তোমায় চেনে।

ললিতা। আমার মাসীর বাড়ীতে ছিল।

রমানাথ। কি রকম মাসী ?

ললিতা। আপন মাসী নয়। আপনার পায়ে ধ'রে ব'লছি বাবা, আমি অপরাধী নই। নিরুপায় হ'য়ে শুধু ডুটী অন্নের জন্যে ওদের সত্যি পবিচয় না জেনে কিছুদিন আমায় সেখানে থাকতে হ'য়েছিল। আপনার বংশের মর্য্যাদা নষ্ট হয়—এমন কোন কাজ আমি করিনি বাবা! আপনি আমায় বিশ্বাস করুন।

রমানাথ। (কিছুক্ষণ একদৃষ্টে বধূর মুখের দিকে চাহিয়া) আচ্ছা, তুমি যাও—গিয়ে আমার গাড়ীতে ব'স। আমি এদের সঙ্গে ডু'টো কথা শেষ ক'রে এখুনি যাচ্ছি।

[ললিতার প্রস্থান।

রমানাথ। ভাবছ, আমায় হাতের মুঠোর ভেতর এনেছ—আমায় জব্দ ক'রবে ? আচ্ছা, দেখা যাক্!

(জীবনের পুনঃপ্রবেশ)

জীবন। বিশ্বাস হ'য়েছে আপনার ?

রমানাথ। এ ঘটনা গোপন রাখা সম্ভব ?

জীবন। আপনি যদি আমাদের কথামত চলেন—আমরা কিছুই প্রকাশ ক'রব না।

রমানাথ। তোমাদের কথা মত ?

জীবন। হ্যাঁ !

রমানাথ। কি ক'রতে হবে ?

জীবন। তিন হাজার টাকায় বাগানবাড়ী বড়বাবুকে বিক্রি ক'রতে হবে।

রমানাথ। তিন হাজার টাকায় ?

জীবন। হ্যাঁ—; শুধু তাই নয়, মাসে পঞ্চাশ টাকা ক'রে কিস্তি—যতদিনে শোধ হয়।

রমানাথ। কিস্তি খেলাপ হ'লে কি হবে ?

জীবন। কোন রকম সর্ত্ত বা condition থাকবে না। যতদিনে শোধ হয়—nonconditional ; এটা প'ড়ে দেখতে পারেন।

রমানাথ। (রমানাথ পড়িয়া বলিল) এতে সই ক'রতে হবে ?

জীবন। আমাদের তাই ইচ্ছে।

রমানাথ। চমৎকার ! সাড়ে বারহাজার টাকায় কিনে তিন হাজার টাকায় বিক্রি—ভাল ব্যবস্থা !

জীবন। আপনার বাঁচবার ব্যবস্থা। এতে যদি রাজী না হন, আপনাকে ম'রতে হবে।

রমানাথ। তাহ'লে আমায় বাঁচবার জন্যে তোমাদের ঘুষ দিতে হবে ?

জীবন। যা বলেন।

রমানাথ। আমি দেব না।

জীবন। আপনাকে দিতেই হবে, নইলে আপনার পারিবারিক জীবন ভেঙে চুরমার হ'য়ে যাবে।

রমানাথ। (কিছুক্ষণ নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিয়া) তোমার মনিব-ঠাকরুণকে ডাক।

জীবন। যাচ্ছি—।

জীবনের প্রস্থান—ক্ষণপরে জীবন ও সারদেশ্বরীর প্রবেশ)

রমানাথ। আপনি কি বলেন ?

সারদা। জীবন আমার কথাই ব'লেছে। আপনি সই ক'রে দিন।

রমানাথ। আপনি কথা দিচ্ছেন, এ ঘটনা কখন প্রকাশ পাবে না?

সারদা। আমি লিখে দিতে রাজী আছি—যদি আপনি তিন হাজার টাকায় বিক্রি করেন।

রমানাথ। যদি বিক্রি না করি?

সারদা। ও জমি আপনি ব্যবহার ক'রতে পাবেন না।

রমানাথ। যদি ব্যবহার করি?

জীবন। ঘটনা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হবে—সবাই জানবে।

রমানাথ। আমায় ভয় দেখাচ্ছ? ভাল, সে স্ত্রীলোকটী কোথায়?

জীবন। আমি তাকে বিদেয় ক'রে দিয়েছি।

রমানাথ। সে যদি কিছু প্রকাশ করে?

জীবন। সে সাহস তার হবে না। তবে, আপনার বৌমা যদি তাকে মাসে মাসে কিছু দেন, তাহ'লে ভাল হয়। সত্যি গরীব—বেচারা ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছে!

রমানাথ। গরীব-দুঃখীর ওপর তোমার এতখানি সহানুভূতি কতদিন জীবনচন্দ্র?

জীবন। আমরা নিজেরা গরীব—গরীবের উপর আমার সহানুভূতি চিরদিনই আছে।

রমানাথ। হ্যাঁ, তাই দেখছি। কাল বেলা এগারটার পর আমার আফিসে যেও—আমার উকিল থাকবেন। এর মধ্যে এসব কথা কেউ ঘুণাক্ষরে জানতে পারবে না—কথা দাও?

জীবন। কথা দিচ্ছি, কেউ জানতে পারবে না; তবে, বেশী দেরী ক'রবেন না স্যর!

রমানাথ। জীবনের কথায় আমার বিশ্বাস নেই—আপনি হ'চ্ছেন বড়ঘরের মেয়ে, বড়ঘরের বৌ,—আপনি কথা দিন।

সারদা। আমি কথা দিচ্ছি। দেখো জীবন, আমার কথার যেন মূল্য থাকে!

[রমানাথ ও জীবনের প্রস্থান।

(শ্রীপতিবাবুর প্রবেশ)

শ্রীপতি। রমানাথ চ'লে গেল?

সারদা। হ্যাঁ, চলে গেছে।

শ্রীপতি। আচ্ছা, ঘটনাটা সত্যি—না সাজান'?

সারদা। জীবন জানে—আমি জানিনে। কিছু সত্যি আছে বই কি।

শ্রীপতি। বড় হৃদয়হীন কাজ—বড অন্যায়, বড অন্যায়!

সারদা। হৃদয়ের কথা ছেড়ে দাও—সংসারে হৃদয়ের মূল্য কেউ দেয় না।

শ্রীপতি। যারা হৃদয়হীন, তারাই হৃদয়ের মূল্য দেয় না। যারা নিজেরা হৃদয়বান্—

সারদা। তুমিতো খুব হৃদয়বান্—হৃদয়ের মূল্য অনেক দিয়েছ, কিছু পেয়েছ কি?

শ্রীপতি। আমার জীবন শেষ হ'য়ে যায়নি—এখনও পাবার আশা আছে।

সারদা। আর কবে পাবে? মৃত্যুর পর—পরজন্মে?

শ্রীপতি। তবু, যা অন্যায়—তা অন্যায়!

সারদা। এই অন্যায়ের জন্যেই মুখুজ্যেবংশের সাতপুরুষের ভিটে রক্ষে হ'ল। এই রকম অন্যায় যদি কিছু ক'রতে পারতে—তোমার জমিদারী নিলেমে উঠত' না!

(চন্দ্রার প্রবেশ)

চন্দ্রা। মা, বৌদি এখানে এসেছিল—আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে চ'লে গেল কেন? কি হ'য়েছে?

সারদা। ওর সঙ্গে তুমি মিশোনা চন্দ্রা—তোমায় বার বার বারণ ক'রে দিচ্ছি, কথা শুনছো না কেন?

চন্দ্রা। বারণ ক'রলে কি হবে ?—আমি যে ওকে ভালবাসি, ওর সঙ্গে আমার ভাব !

সারদা। ও রকম মেয়ের সঙ্গে তোমাব ভাব থাকা উচিত নয় !

চন্দ্রা। কি রকম মেয়ে ? ও যেরকম মেয়ে, আমিও সেই রকম মেয়ে—তফাৎ কোথায় ?

সারদা। তফাৎ বোঝবার বয়স তোমার হ'য়েছে ?

চন্দ্রা। না—হয়নি ! তুমি বৌদির সঙ্গে যে ব্যবহার ক'রেছ—

সারদা। আবার 'বৌদি' বলে ! ও তোমার বৌদি নয় !

চন্দ্রা। আচ্ছা, বৌদি না হ'ক—ললিতা। তুমি ললিতার সঙ্গে যে ব্যবহার ক'রেছ—সে ব্যবহার আমার সঙ্গে যদি কেউ করে, আমি কি খুব প্রফুল্ল হব ?

সারদা। তোমার সঙ্গে ও রকম ব্যবহার কেউ ক'রবে না—ক'রতে পারে না।

চন্দ্রা। তুমি সবাইকে জান কিনা ? সংসারে কত রকম লোক আছে !

সারদা। তর্ক ক'রোনা চন্দ্রা ; আমি ব'লছি, তোমাতে ওতে তফাৎ আছে—বুঝতে পারনা কেন ?

চন্দ্রা। তফাৎ নেই ব'লেই বুঝতে পারিনে !

সারদা। এ সব ইংরিজি পড়ানোর ফল।

চন্দ্রা। পড়ালে কেন ? মুখ্যু ক'রে রাখলেই পারতে !

শ্রীপতি। থাম—থাম ! মায়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রতে নেই !

চন্দ্রা। আমি মায়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রছি ?—না, মা আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রছেন ?

শ্রীপতি। সে ক্ষেত্রে তোমার চুপ ক'রে থাকা উচিত—কথার উত্তর দিও না।

চন্দ্রা। বেশ; কথার উত্তর দেব না—তবে, বৌদিকে একবার দেখতে যাব!

সারদা। তুমি যেওনা!

চন্দ্রা। আমি যাব!

[প্রস্থান।

সারদা। দেখলে—মেয়ের কাণ্ড দেখলে?

শ্রীপতি। হুঁ—দেখলাম বইকি!

সারদা। ও কি হোল?

শ্রীপতি। ওই রকম! ও সব আজকালকার মেয়ে—ওদের বেশী শাসন করা চলে না। তখন তো তোমায় ব'লেছি?—সহানুভূতি শুধু ললিতার উপর নয়, ব্যাপারটা আরও গভীর! তুমি সদাই মনে রাখবে, হঠাৎ কখন্ যুগ একেবারে ব'দলে গেছে—তুমি টেরও পাওনি!

সারদা। যুগ ব'দলেছে। যুগ ব'দলেছে—তোমার মত যারা দিনরাত বই মুখে দিয়ে থাকে, তাদের কাছে।

[প্রস্থান।

শ্রীপতি। তা হবে!

(চন্দ্রার প্রবেশ)

শ্রীপতি। কি চন্দ্রা, তুমি ফিরে এলে যে? যাওনি ওদের বাড়ী?

চন্দ্রা। বাবা, ভয়ানক ব্যাপার হ'য়েছে!

শ্রীপতি। কিরে?

চন্দ্রা। আমি খিড়কীর দরজা দিয়ে ওদের বাড়ী যাচ্ছিলুম—দেখি, বৌদি আমাদের পুকুরধারে দাঁড়িয়ে, আত্মহত্যা ক'রতে যাচ্ছিল। আমি ধ'রে এনে আমাদের ঘরে লুকিয়ে রেখে দিয়েছি। সব কথা আমায় ব'ললে না; মনে হ'ল, স্বামীর সঙ্গে দেখা ক'রতে

চায় না। তুমি মাকে ব'লে দিও—মা যেন এ ব্যাপারে আর কোন কথা না বলেন !

শ্রীপতি। কিন্তু চন্দ্রা, তোমার মায়ের মনে ব্যথা দিচ্ছ, এটা কি ঠিক ?

চন্দ্রা। কি ক'রবো বাবা, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ! মা তো এ রকম ছিলেন না, কেন এমন হ'লেন ?

শ্রীপতি। This is unfortunate চন্দ্রা, আমিও বুঝতে পারছি না ! থাক—ও কথা থাক।

চন্দ্রা। আমি এমন জায়গায় বৌদিকে লুকিয়ে রেখে দিয়েছি, কেউ খুঁজে বা'র ক'রতে পারবে না।

শ্রীপতি। ক'দিন লুকিয়ে রাখবে ? মানুষকে আর সত্যকে তুমি বেশী দিন চাপা দিয়ে রাখতে পারনা, আত্মপ্রকাশ ক'রবেই !

(অপ্রকৃতিস্থভাবে খগেনের প্রবেশ)

খগেন। শ্রীপতিবাবু, আমার স্ত্রী এখানে এসেছে ?

শ্রীপতি। বোধ হয় এসেছিলেন, কি বল চন্দ্রা !

চন্দ্রা। বেলা এগারটার সময় আপনার বাবার সঙ্গে এসেছিলেন।

খগেন। সে নয়, সে নয়—এই মাত্র পাঁচসাত মিনিট আগে, এসেছে ?

শ্রীপতি। কই ?—আমার তো মনে প'ড়ছে না !

চন্দ্রা। না।

খগেন। যাক, আসুক—না আসুক, তার সম্বন্ধে আপনি কি জানেন ? কি আলোচনা হ'য়েছে আপনার বাড়ীতে—বলুন ?

শ্রীপতি। আমি তো তখন এঘরে ছিলাম না।

খগেন। ঘরে থাকুন আর না থাকুন, আপনি জানেন নিশ্চয় ! আপনার স্ত্রী জানে, জীবন ঘোষ জানে—তাদের কথা আমি বিশ্বাস করিনে—আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'রছি।

শ্রীপতি। নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে কোন শোনা কথা বিশ্বাস ক'রতে নেই। তুমি স্থির হও, তোমার স্ত্রীকেই জিজ্ঞাসা ক'রো।

খগেন। আমি আপনার কাছে উপদেশ চাচ্ছি না—খবর জানতে চাচ্ছি।

চন্দ্রা। আমরা যা শুনেছি, তা বিশ্বাস করিনে।

খগেন। কি শুনেছ, তাই বল। বিশ্বাস অবিশ্বাস আমার কাছে।

শ্রীপতি। বেশ—তুমি যা শুনেছ, বল চন্দ্রা!

চন্দ্রা। আপনার শ্বশুরের কি কারবার ছিল—কারবার ফেল হয়, তিনি দেউলে খাতায় নাম লেখান; তার ফলে সমস্ত পরিবার অত্যন্ত দরিদ্র হ'য়ে পড়ে; সেই সময় আপনার শাশুড়ীকে নানা উপায়ে টাকা সংগ্রহ ক'রতে হয়—

খগেন। কি উপায়ে?

চন্দ্রা। ব'লেছি তো?—আমরা সে সব কথা বিশ্বাস করিনে!

শ্রীপতি। না—আমরা বিশ্বাস করিনে।

খগেন। আপনি থামুন। (চন্দ্রার প্রতি) তুমি বল, তুমি বল—কি উপায়ে?

চন্দ্রা। আপনার শাশুড়ী কি একটা "মেয়ে ইস্কুলে"র সেক্রেটারী ছিলেন। তার টাকাকড়ি ওঁর কাছে থাকত। জীবনবাবু বলেন, সেই সব টাকাকড়ির ঠিক হিসেব নিকেশ তিনি দিতে পারেন নি!

খগেন। তোমরা মিথ্যা ব'লছো—মিথ্যাবাদী!

চন্দ্রা। কি?—আপনি আমাদের বাড়ীতে দাঁড়িয়ে আমাকে মিথ্যাবাদী বলেন?

শ্রীপতি। আহাহা! চুপ কর চন্দ্রা—চুপ কর। ছেলেটির মাথার ঠিক নেই। এর উপর ওকে আর উত্তেজিত ক'রো না।

চন্দ্রা। না না—একি অন্যায় কথা!

খগেন। বল—আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে কি জান, বল!

চন্দ্রা। আমরা ব'লব না—!

খগেন। থাক, ব'লতে হবে না—আমার স্ত্রীকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ, বা'র ক'রে দাও। (উচ্চৈঃস্বরে) ললিতা, ললিতা—যদি ভাল চাও তো এখনো চলে এস! কেন তুমি এখানে এলে? এরা সব হৃদয়হীন, পশু—ছোটলোক!

শ্রীপতি। খগেনবাবু, যাও—বাড়ী যাও, বাড়ী যাও!

খগেন। তা যাচ্ছি—কিন্তু আমি তোমাদের সহজে ছাড়বো মনে ক'রোনা।
[প্রস্থান।

শ্রীপতি। আচ্ছা ছেড়ো না, বাড়ী যাও।—এঃ, ছেলেটির মাথা একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেছে—I think this is the first shock in his life.

(নগেনের প্রবেশ)

নগেন। বৌদি এখানে আছে চন্দ্রা?

চন্দ্রা। হ্যা—আছে, আছে!

নগেন। শীগ্‌গির ডেকে দাও—দাদা বাড়ী যাবার আগে আমি তাকে খিড়কীর দোর দিয়ে নিয়ে যাব।

চন্দ্রা। তুমি একটু দাঁড়াও—এখুনি আসছি! [প্রস্থান।

শ্রীপতি। তুমি ব'স।

নগেন। ব'সে আড্ডা দেবার মত সময় এটা নয়—অন্য সময় দেখা যাবে।

শ্রীপতি। তোমার দাদা এসেছিলেন।

নগেন। জানি, ওর জন্যেই তো ভাবনা। awfully sentimental! বোঝে না, অত্যন্ত হিসেবের ওপর সংসার চ'লছে—সেখানে sentimentএর কোন মূল্য নেই—একেবারে ছেলেমানুষ!

(চন্দ্রার প্রবেশ)

নগেন। কই—বৌদি কই?

চন্দ্রা। খুঁজে পেলুম না—বোধ হয় বাড়ী চ'লে গেছে।

নগেন। না, বাড়ী যায়নি।

চন্দ্রা। নিশ্চয়ই আস্তে আস্তে নিজের ঘরে গিয়ে চুপচাপ ব'সে আছে। তুমি এদিক থেকে এসেছ, সে অন্য দিক্ থেকে চলে গেছে—সেইজন্যে দেখা হয়নি।

নগেন। বাড়ী গেছে ব'লে আমার বোধ হ'চ্ছে না; অন্য কোথাও যায়নি তো?

চন্দ্রা। কোথায় যাবে?

নগেন। কি জানি, তার মাথা ভালো নেই; চল, একটু খুঁজে দেখি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(জীবনের প্রবেশ)

জীবন। আচ্ছা……আচ্ছা……আচ্ছা……

(অন্য দিক হইতে সারদার প্রবেশ)

সারদা। কি জীবন—ব্যাপার কি?

শ্রীপতি। কারো সঙ্গে ঝগড়া ক'রেছ নাকি?

জীবন। হ্যাঁ—ঝগড়া ক'রতে হ'লো বইকি!

সারদা। কার সঙ্গে?

জীবন। ওই রমানাথ বাবুর বড় ছেলে খগেনের সঙ্গে। ছোকরা একেবারে পাগল হ'য়ে গেছে,—আমায় যা খুশী তাই ব'লতে লাগল!

সারদা। কি সম্বন্ধে?

জীবন। তার স্ত্রীর সম্বন্ধে কি সব কথা—ব'লে তুমি নিশ্চয়ই জানো; তোমায় ব'লতে হবে!

সারদা। তার স্ত্রীর সম্বন্ধে কোন কিছু ব'ললে নাকি?

জীবন। প্রথমটায় ব'লিনি। তারপর এমন গালাগাল দিতে লাগল যে,

আমি আর কোন কথা চেপে রাখতে পারলাম না। আমায় বাধ্য হ'য়ে ব'লতে হ'লো!

সারদা। কি ব'লেছ?

জীবন। ওর স্ত্রীর সম্বন্ধে যা জানি, সব ব'লে এসেছি!

সারদা। সে কি! আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি—একথা কাউকে ব'লব না!

(রমানাথের প্রবেশ)

রমানাথ। এবার আপনার কথার কি মূল্য রইল?

সারদা। আপনি আমায় মাপ করুন। [প্রস্থান।

জীবন। দেখুন, আমার কোন দোষ নেই; আপনার ছেলে সত্যি কথা না শুনে ছাড়লে না। আমায় এমন গালাগাল দিলে—যাতে মরা মানুষ পর্য্যন্ত জ্যান্ত হ'য়ে ওঠে,—আমি কি ক'রব বলুন?

রমানাথ। তাতো বটেই; তুমি আর কি ক'রবে! তুমি গালাগাল সহ্য ক'রতে পার না? সারা জীবন জমিদারী-সেরেস্তায় কাজ ক'রেছ; আজ তুমি নতুন গালাগাল খাচ্ছ? গালাগাল তোমার হজম হয় না? গণ্ডারের চামড়া তোমার গায়ে!

জীবন। মনিব দু'টো গালাগাল দেন, সে সহ্য করা যায়; তাই ব'লে—যে সে এসে যা তা ব'লবে, তাই সহ্য ক'রতে হবে?

রমানাথ। দেখুন, এ লোকটার ওপর নির্ভর ক'রবেন না। নির্ভর ক'রবার মত লোক এ নয়।

জীবন। আপনি তো আমার ওপর কোনোকালেই নির্ভর করেন নি?

শ্রীপতি। আমি বুঝতে পাচ্ছি, এ ব্যাপারে আমার হস্তক্ষেপ করা উচিত ছিল।

(পিস্তলহস্তে খগেনের প্রবেশ)

খগেন। এই জীবন, coward! coward! এখানে পালিয়ে এসেছ?

মনে ক'রেছ, এদের আড়ালে থেকে বেঁচে যাবে ? I shall kill you.

রমানাথ। খগেন, একি ? তুমি পিস্তল নিয়ে এখানে এসেছ ?

খগেন। আমি ওকে খুন ক'রব, কিংবা যদি পারে, ও আমায় খুন করুক।

জীবন। আমি তোমার মত গোঁয়ার কি না ? আমি ওসব খুন-খারাপির ভিতর নেই !

খগেন। নেই ব'ললে তোমায় ছাড়ছে কে ? এস—

জীবন। ল'ড়তে হয়—ভদ্রলোকের মত লড় বাবা ! আইন র'য়েছে—আদালত র'য়েছে। একি মগের মুলুক পেয়েছ, যে কথায় কথায় খুনজখম চালাবে ?

খগেন। এস ! (জীবনের হাত ধরিয়া টানিল) আমি তোমায় ছাড়ব না ; তুমি আমার জীবনের শান্তি নষ্ট ক'রেছ ! এস—এস—

জীবন। না, আমি যাব না !

খগেন। যাবে না ?

জীবন। না !

খগেন। তোমার ঘাড় যে, সেই যাবে। Scoundrel !

জীবন। খবরদার ! গালাগাল দিও না ব'লছি ! সাবধান—

খগেন। তুমি নিজে সাবধান হও ! এস—(জীবনকে আক্রমণ করিল)

(নগেন প্রবেশ করিয়া খগেনের হাত হইতে জীবনকে ছাড়াইয়া লইয়া)

নগেন। আঃ দাদা—ছেড়ে দাওনা, মারা যাবে যে ! (রমানাথকে) বাবা !

রমানাথ। কি ?

ইতিমধ্যে জীবন শ্রীপতির পিছনে আসিয়া আশ্রয় লইল এবং তাঁহার ইঙ্গিতে পলায়ন করিল।

নগেন। তোমরা কি মনে ক'রেছ ? স্ত্রীহত্যা ক'রবে ?

রমানাথ। কেনরে, বৌমা কোথায় ?

নগেন। পুকুরপাড়ে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে ! যদি জলে ডুবে মরে, সেটা ভাল হবে ?

খগেন। তার মরাই দরকার !

নগেন। ওঃ—'মরাই দরকার' ! কেন ?

খগেন। আমাদের কুলে কলঙ্ক দিয়েছে !

নগেন। আঃ ! বাবা, তোমারও কি এই মত নাকি ?

রমানাথ। এখানে একথা আলোচনার দরকার নেই ! নগেন, চল—বাড়ী চল।

নগেন। আর গোপন ক'রবার কিছু নেই—রাস্তার লোক পর্য্যন্ত শুনেছে ; এখন কার মুখ চাপা দেবে !

রমানাথ। তাহ'ক, বৌমাকে নিয়ে বাড়ী যাও।

খগেন। (ক্রুদ্ধস্বরে) না, ও আমার বাড়ীতে যাবে না। আমি ওরকম স্ত্রীর মুখ দেখব না।

নগেন। মুখ দেখবে না ! কেন, তোমার স্ত্রীর অপরাধ ?

রমানাথ। আঃ ! নগেন, চুপ কর ;—বৌমাকে নিয়ে বাড়ী যাও !

নগেন। বাবা, যে কুলের গর্ব্বের জন্যে তুমি শ্রীপতিবাবুকে ঠাট্টা ক'রতে—দেখছ, তোমার ছেলে নিজে আজ তাই ক'রছে ? (খগেনের প্রতি) ওসব লম্বা লম্বা কথা ছেড়ে দাও,—আজকের দিনে ওসব আর চ'লবে না। 'স্ত্রীর মুখ দেখব না'—ভারি স্বামী কিনা !

খগেন। এই নগা—খবরদার ব'লছি, আমার কথায় কথা কইবি নি !

নগেন। ভদ্রলোকের মত কথা কও, কেউ প্রতিবাদ ক'রবে না।

ওরকম higher platform থেকে কথা ব'লো না। উনি স্ত্রীর বিচার ক'রতে ব'সেছেন! তোমার বিচার কে করে তার ঠিক নেই। You ought to know as a husband you are a cad!

খগেন। নগা, I warn you for the last time!

নগেন। থাম, থাম! একি! তুমি আবার পিস্তল এনেছিলে নাকি—তোমার লজ্জা করে না? জীবনটা নাটক নভেল নয়—একটা গুলী করার হাঙ্গামা কত জানো? চল, বাড়ী চল।

[সকলের প্রস্থান।

বিরাম

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ললিতার কক্ষ

খগেন ও ললিতা

খগেন। তুমি এতদিন এসব কথা আমায় বলনি কেন ?

ললিতা। আমি তোমায় ভালবেসেছিলাম ; ভালবাসার মোহে তোমাদের ঘরবাড়ী, তোমাদের সাজানো সংসার দেখে মনে ক'রেছিলাম, আমিও তোমাদের একজন। নিষ্ঠুর ভাগ্য আমার সে ভুল ভেঙে দিয়েছে। আমি বুঝেছি, আমি একা—আমি তোমাদের কেউ নই !

খগেন। সত্যি ঘটনা কি, আমায় ব'লবে ?

ললিতা। কিন্তু আমার কথা আর তো কখনো তোমার সত্যি ব'লে মনে হবে না !

খগেন। কেন ?

ললিতা। তুমি বিশ্বাস হারিয়েছ !

খগেন। সেকি আমার দোষ ?

ললিতা। না, দোষ তোমার নয়—দোষ আমার অদৃষ্টের !

খগেন। তোমার আগেকার কথা আমায় বল্ল !

ললিতা। না।

খগেন। কেন ?

ললিতা। তুমি বিশ্বাস ক'রবে না।

খগেন। কেমন ক'রে বুঝলে বিশ্বাস ক'রব না!

ললিতা। তোমার মুখ দেখে বুঝেছি,—তুমি নিষ্ঠুর!

খগেন। আমি নিষ্ঠুর?

ললিতা। হ্যাঁ, তুমি নিষ্ঠুর! তুমি আমায় ভালবাস না—তুমি কাউকে ভালবাস না!

খগেন। কিন্তু, একদিন তো আমি তোমায় ভালবেসেছিলাম।

ললিতা। সে ভালবাসা নয়—যৌবনের মোহ। হয় তো সে মোহ তোমার আজও কাটেনি। কিন্তু একদিন কেটে যাবে। সেই দুর্দ্দিনের কথা মনে ক'রে—আমি তোমার কাছ থেকে সরে যেতে চাই।

খগেন। স'রে যেতে চাও?

ললিতা। হ্যাঁ! একটু আগে যখন তোমার ভয়ে পালিয়েছিলুম—চন্দ্রাদের খিড়কীর পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে আমার একবার মনে হ'য়েছিল—আত্মহত্যা করি, জলে ডুবে মরি! হঠাৎ আমি আমার ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি দেখতে পেলাম, চারিদিকে অনেক লোক, তাদের মধ্যে আমি চলেছি একা! আমার সাথী নেই, সঙ্গী নেই—আমি একা। সেই অনেক লোকের মধ্যে তুমি নেই—আমি একা! মনে হ'লো, এক লহমার জন্যে আমি আমার অদৃষ্টকে দেখে ফেলেছি!

খগেন। তোমার ছেলেবেলার কথা আমায় বল! তোমায় ব'লতেই হবে!

ললিতা। 'ব'লতেই হবে'? কেন—কি দরকার?

খগেন। বল, তুমি চিরদিন পবিত্র ছিলে কি না?

ললিতা। তুমি কাকে পবিত্র বল, আর কাকে অপবিত্র বল—আমি তো জানিনে! মোটে একুশ বছর আমার বয়েস—এর মধ্যে আমার জীবনের অনেক রূপ দেখেছি; সুখের দিন দেখেছি, দুঃখের

দিন দেখেছি, ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের ভিতর দিয়ে চ'লেছি—জল পাবো ব'লে মরীচিকার পানে ছুটেছি !

খগেন। আমি আর কোন কথা শুনতে চাইনে! তুমি শুধু বল, তুমি পবিত্র কি না ?

ললিতা। তুমি আমায় প্রশ্ন ক'রবে, আমার উত্তর শুনে তবে বুঝবে, তবে বিচার ক'রবে—আমি পবিত্র কি না ?

খগেন। নইলে, কি উপায়ে বুঝব ?

ললিতা। যদি আমায় ভালবাসতে, আমার মুখ দেখে বুঝতে। বিচারকের চোখ নিয়ে বুঝতে পারবে না! সেই কারণেই আমি তোমায় ব'লব না।

খগেন। কেন জিদ ক'রছ ?—আমার কথার উত্তর দাও! (ললিতা মাথা নাড়িল) এত দিন তো তোমার এ রকম দুর্বুদ্ধি ছিল না—এ দেখছি, আসন্ন-কালে বিপরীত বুদ্ধি !

ললিতা। হয়ত' তাইই। তোমার কথার উত্তর আমি দিয়েছি, তুমি বুঝতে পারনি !

খগেন। না, তুমি কোন উত্তর দাওনি—কোন কথা বলনি !

ললিতা। তোমরা ভাগ্যবান্—তোমরা চ'লেছ জীবনের সোজা পথে ; অদৃষ্টের ফলে আমায় চ'লতে হ'য়েছে গলির ভিতর দিয়ে, পিছল পথে—পঙ্কিল পথে ! আমি যদি বলি, সে পথে আমার কখনো পদস্খলন হয়নি—তুমি তো বিশ্বাস ক'রবে না। তুমি ঘটনার পর ঘটনা জানতে চাইবে, জেরার পর জেরা ক'রবে—তোমার জীবন বিষময় হ'য়ে উঠবে। তুমি সইতে পারবে না !

খগেন। আজই কি আমি সইতে পাচ্ছি ? তুমি জান না ললিতা, আমার প্রাণের ভিতর কি হ'চ্ছে ? ওই জীবন ঘোষ তোমার সম্বন্ধে যা ব'লেছে, তার কিছু যদি সত্যি হয়

ললিতা। কিছু যে সত্যি, তাতে কোন সন্দেহ নেই !

খগেন। সত্যি ?

ললিতা। হ্যাঁ—সত্যি ?

খগেন। তুমি জানো, সে কি ব'লেছে ?

ললিতা। তার কাজের সুবিধার জন্যে যেটুকু দরকার, তার বেশী সে ব'লবে না।

খগেন। জীবন ঘোষ তোমায় বিয়ের আগে চিনতো ?

ললিতা। হ্যাঁ, চিনতো !

খগেন। তোমাদের বাড়ী যেতো ?

ললিতা। হ্যাঁ, যেতো !

খগেন। তোমার মা কি—

ললিতা। আর প্রশ্ন ক'রো না—উত্তর দেব না। আমি জানি, তোমার সংশয় বাড়বে—প্রশ্ন বাড়বে—জেরা চ'লতে থাকবে দিনের পর দিন। এর শেষ নেই !

খগেন। গোড়ায় তুমি এসব কথা বলনি কেন ?

ললিতা। আমার লোভ হ'য়েছিল। তোমাদের সংসার, সুখের সংসার—সেই সংসারের ঘরণী গৃহিণী আমি। স্নেহ পাবো, ভালবাসা পাবো; মান-মর্য্যাদা বিশ্বাস—প্রতি মেয়ে তার প্রথম যৌবনে একবার ক'রে যে সুখস্বপ্ন দেখে। ইচ্ছা ক'রে সে স্বপ্ন কে ভাঙতে পারে ! তুমিও তো আমায় কোন কথা জিজ্ঞেস কর নি ?

খগেন। আমি তো কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি !

ললিতা। কেন ভাবনি ? আঠার বচ্ছর বয়সে আমার বিয়ে হ'ল—আঠার বছর অনেক সময়। আমরা যে কত গরীব, তাতো তুমি জানতে ;

কাকা তোমায় কিছু দিতে পারেন নি। তুমি আমায় দয়া ক'রে বিয়ে ক'রেছিলে।

(নগেনের প্রবেশ)

নগেন। আর নয়, more than seven minutes and half—সাড়ে সাত মিনিট হ'য়ে গেলো। enough time for reconciliation—বৌদির কাছে ক্ষমা চেয়েছ তো? ক্ষমা চাও নি?

খগেন। তুই থাম্!

(রমানাথের প্রবেশ)

নগেন। বাবা এস। তুমি কি বল?

রমানাথ। আমি কি ব'লব?

নগেন। বৌদির কাছে দাদা ক্ষমা চাইবে কি না? ক্ষমা না চাইলে উনি এ বাড়ীতে থাকতে পারেন না।

রমানাথ। তার বিচার এখন আর আমি ক'রতে পারি না।

নগেন। কে বিচার ক'রবে?

রমানাথ। তোমার দাদা—এ স্বামীস্ত্রীর নিজস্ব কথা!

নগেন। ওর বিচার ক'রবার মত intellect নেই—ও ভয়ানক neorotic!

রমানাথ। এর পর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

নগেন। আমি আপোষ ক'রতে ব'লব না। either you accept her or reject her.

রমানাথ। তুমি কি ক'রতে বল?

নগেন। তুমি হুকুম কর!

রমানাথ। কি হুকুম ক'রব?

নগেন। বৌদির ওপর যে অত্যাচার ক'রেছে, তার প্রতিকার করুক। Be a modern father!

রমানাথ। আমি তো modern নই, আমার বয়স একষাট্টি।

নগেন। মানুষ idea দ্বারা modern হয়—বয়েসে নয়। আমার বিশ্বাস তুমি modern—তুমি নিজে বড় হ'য়েছ—তুমি সংসার জানো।

রমানাথ। নগেন চুপ কর, ছেলেমো ক'রনা। বৌমা ভেতরে যাও।

নগেন। বউদি! দাদা ক্ষমা না চাইলে, তুমি কিছুতেই এ বাড়ীতে থাকবে না। তোমার সম্বন্ধ স্বামীর সঙ্গে—আজ যে তোমার কলঙ্ক দশজনে জানতে পেরেছে—তার জন্যে দায়ী, তোমার স্বামী ছাড়া আর কেউ নয়। assert your rights.

ললিতা। আমার যা ব'লবার ছিল, আমি ওঁকে ব'লেছি।

খগেন। আমি লোকালয়ে মুখ দেখাতে পারব না—রাস্তায় আমায় দেখলে লোকে কানাকানি ক'রবে, হাসবে! আমার জীবনের শান্তি নষ্ট হ'য়ে গেছে—এর চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল। (ললিতার প্রতি) তুমি ঠিক বুঝতে পেরেছ—তোমায় আমায় আর মিল হ'তে পারে না।

[প্রস্থান।

নগেন। ওঃ! লোকালয়ে মুখ দেখাতে পারবেন না—কেন? ওঁর মুখ দেখবার জন্যে রাস্তায় ভিড় জমে গেছে—কত বড় লোক!

রমানাথ। নগেন, তুমি বড় বেশী কথা বল। সংসারে বড় হ'তে হ'লে বাক্-সংযম দরকার হয়। আমি বিবেচনা ক'রে দেখি, কি করা যায়!

নগেন। বিবেচনা ক'রবার কিছু নেই বাবা!

রমানাথ। আঃ! নগেন বার বার আমার কথার ওপর কথা ব'লোনা! সংসারের কর্ত্তা আমি—!

নগেন। সে কর্ত্তৃত্ব যার ওপর করা উচিত ছিল, তা তুমি করনি। তোমার বড় ছেলের কান ধ'রে হুকুম ক'রতে পারলে না? জীবন ঘোষ যখন প্রথম কুৎসা রটনার ভয় দেখালে, তুমি তার কথায় কান দিলে কেন? সে যদি তোমার মায়ের নামে কুৎসা রটাতো—কি ক'রতে তুমি?

রমানাথ! কি ব'লছিস্ হতভাগা, পাজী নচ্ছার! মুখে কোন কথা আটকায় না—বড় পণ্ডিত হ'য়েছ?

নগেন। নিজের গায়ে যেমন ফোস্কা পড়ে—অন্য লোকের বিচার ক'রবার সময়, সে কথাটী মনে রেখ! বউ'দিদির মত মেয়ে নিজের ইচ্ছায় কোন অন্যায় ক'রতে পারে না— এ কথা তোমার জানা উচিত!

রমানাথ। জীবনের কথা মিথ্যে নয়; আমি তার প্রমাণ পেয়েছি।

নগেন। তোমার বড় ছেলেও যা, তুমিও তাই! Both of you here played fools at his hand, কে তোমার বংশের খবর রাখে? তুমিইতো ব'লেছ, খুব ছেলেবেলায় তোমার বাপ-মা মারা যান। তোমার মা কি ছিলেন কে জানে?

রমানাথ। তুমি আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও—কখনও আর আমার বাড়ীতে ঢুকবে না—তুমি আমার কেউ নও। বৌমা—

নগেন। বৌদি! তুমি যদি এখানে থাক—তিল তিল ক'রে দম বন্ধ হ'য়ে ম'রবে! আমার সঙ্গে এসো—বাঁচবার সম্ভাবনা থাকবে।

রমানাথ। তুমি ওঁকে কোথায় নিয়ে যাবে?

নগেন। কলকাতায়!

রমানাথ। সেখানে থাকলে ওঁর দুর্ণাম হবে না?

নগেন। দুর্ণাম তো তোমরাই রটিয়েছ—বাইরের লোকের হাতে দুর্ণাম রটাবার মত প্রচুর সময় নেই।

রমানাথ। তুমি নিজের সুনাম দুর্ণামের ভয় কর না?

নগেন। না! তা ছাড়া আমার স্ত্রী থাকবেন ওঁর সঙ্গে।

রমানাথ। তোমার স্ত্রী!

নগেন। হুঁ।

রমানাথ। তিনি কোথায়?

নগেন। সে আমি ব'লব না।

রমানাথ। মনে থাকে যেন, আমার কাছে এক পয়সাও পাবে না!

নগেন। আমি তোমারই ছেলে বাবা—কারো সাহায্য না নিয়ে বড় হব।

রমানাথ। ওঁর ভার তা হ'লে তুমি নিচ্ছ?

নগেন। নিশ্চয়ই। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো!

রমানাথ। আচ্ছা!

নগেন। তাহ'লে আমরা চ'লে যাই?

রমানাথ। তুমি নিশ্চয়ই যাবে। তবে বউমার সম্বন্ধে আমি কিছু ব'লব না।

নগেন। আচ্ছা, এস বৌদি!—(ললিতা রমানাথকে প্রণাম করিল। রমানাথ প্রস্থানোদ্যত হইলে) হ্যাঁ, একটা কথা বাবা!

রমানাথ। কি?

নগেন। শ' দুই টাকা আমায় ধার দাও। তিন মাস পরে শোধ দেব।

রমানাথ। হুঁ! চেক্ দি?

নগেন। দাও!—আরো পঁচিশটে খুচ্‌রো টাকা দিও। কাল বেলা দশটার আগে তো চেক্ ভাঙানো যাবে না—Bearer চেক্ দিও।

[রমানাথ চেক্ লিখিয়া দিলেন এবং পকেট হইতে দুখানা দশ টাকার ও একখানা পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন।

নগেন। Thank you sir—thats like a modern father. বাবা! তোমার মায়ের নামে কলঙ্কের কল্পনা ক'রেছি ব'লে রাগ ক'রনা —তোমার মা আর তোমার পৌত্রের মা, আমার বৌদি—আমার কাছে দুই-ই সমান—দুজনকেই আমি সমান শ্রদ্ধা করি। (প্রণাম)

রমানাথ। যে দায়ীত্ব নিচ্ছ, আশা করি আর গুরুত্ব বুঝতে পেরেছ!

নগেন। আমি Sentiment এর ওপর কাজ করিনে বাবা। সোজা চোখ চেয়ে পথ চলি। (রমানাথের প্রস্থান করিলে) বৌদি! এলিয়ে প'ড়লে চ'লবে না—হাসিমুখে সত্যকে স্বীকার ক'রে নিতে হবে। বিংশ শতাব্দীর জীবন বড় জটীল জীবন।

ললিতা। ঠাকুর পো! আমি জানতুম, তুমি ছেলেমানুষ; হেসে খেলে, গান গেয়ে, পাগলামী ক'রে বেড়াও—তুমি যে এতখানি মহৎ, তা আমি কোনদিন মনে ক'রিনি!

নগেন। এখন থাক—এর পর যখন চাকরীর দরখাস্ত ক'রব—একখানা character certificate দিও—কাজে লাগতে পারে—কিছু ভয় ক'রনা বৌদি—হাতে নগদ দু'শ পঁচিশ টাকা—for three months নিশ্চিন্ত। চ'লে এসো। [উভয়ের প্রস্থান।

(রমানাথের পুনঃ প্রবেশ)

রমানাথ। খগেন! খগেন (খগেনের প্রবেশ) নগেন তো বৌমাকে নিয়ে চ'লে গেল!

খগেন। কোথায় গেল?

রমানাথ। তা কি ক'রে ব'লব? বোধ হয় কলকাতায়!

খগেন। আপনি যেতে দিলেন কেন?

রমানাথ। সে আমার অবাধ্য হ'য়েছিল; আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি!

খগেন। না, আপনি তাকে তাড়িয়ে দেন নি। ছেলেকে তাড়িয়ে দেওয়ার সময় কেউ তাকে টাকা দেয় না। আপনি তাকে আস্কারা

দিয়েছেন ; আপনার আস্কারা না পেলে, তার কখনও এতটা সাহস হ'তো না। আপনি চিরদিন ভালো ছেলে, শিক্ষিত ছেলে ব'লে তাকে বাড়িয়েছেন—পাঁচজনের কাছে গুমোর ক'রেছেন—এখন, তার ফল ভোগ করুন !

রমানাথ। বৌমার জন্যেই তো সে আমার অবাধ্য হ'য়েছে। তুই যদি এতখানি কেলেঙ্কারী না ক'রতিস্—তাহ'লে তো নগেনের জিদ্ বাড়তো না !

খগেন। আমি যে কথা শুনেছি, সে কথা শুনে কেউ চুপ ক'রে থাকতে পারে না।

রমানাথ। এখন কি ক'রবে ?

খগেন। আমায় কেন ব'লছেন ; আমার জীবনের সুখ শান্তি সবই নষ্ট হ'য়ে গেছে !

রমানাথ। এসব ব্যাপারে তোমাদের কথা কইবার কি দরকার ছিল ?—আমি ধীরে সুস্থে সব ব্যবস্থা ক'রছিলাম। মাঝখান থেকে তুমি আর তোমার ভাই ক্ষেপে গিয়েই এই বিভ্রাট্ বাধালে। এখন আমি কি যে করি ! বাড়ী খাঁ খাঁ ক'রছে—বাড়ীর ভেতর পাঁচ মিনিট থাকবার উপায় নেই। ওই ছোট মেয়েটাই যে সব চেয়ে বড় ছিল তা কি ক'রে জানবো ?

খগেন। আপনি কি তাকে আবার ফিরিয়ে আনতে চান ?

রমানাথ। তুমি ফিরিয়ে আনতে চাও না নাকি ?

খগেন। আমি কেমন ক'রে ফিরিয়ে আনব ?

রমানাথ। হাত জোড় ক'রে—গলায় কাপড় দিয়ে। যাকে বলে পরিণীতা স্ত্রী ! হিন্দুর ঘরে মন্ত্র প'ড়ে বিয়ে করা স্ত্রী, তাকে বুঝি অমনি ত্যাগ ক'রলেই হ'ল ! মগের মুলুক কিনা—যা খুশী তাই ক'রবে ? ফিরিয়ে না আনলে, আমার সংসার ক'রবার কি

কোন মানে হয়? বৌমা যদি ফিরে না আসেন—তুমি কি মনে কর এ সংসার বাড়ী ঘর, আমার সম্পত্তি, ব্যবসা বাণিজ্য কিছু থাকবে? ওকে অবলম্বন ক'রেই মা লক্ষ্মী এ সংসারে এসেছিলেন। ওঁকে ছেড়ে দেওয়া মানে, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা—তা জানো? তোমার পরম সৌভাগ্য যে তোমার মত স্বামী ওই রকম স্ত্রী পেয়েছিল—তুমি তার মর্য্যাদা কোন দিন বুঝতে পারনি!

খগেন। কিন্তু, জীবন ঘোষ যে সব কথা ব'লছিল—

রমানাথ। চুলোয় যাক জীবন ঘোষ—জীবন ঘোষ ব'ল্লেই অগ্নি হবে? আমি নিজের চোখে দেখে বৌ ক'রেছি—গরীবের কুঁড়ে ঘর থেকে, মা-লক্ষ্মীকে আহ্বান ক'রে এনেছি! আমি মানুষ চিনতে পারব না—জীবন ঘোষের কথা শুনে আমায় চ'লতে হবে?

খগেন। আপনি ঐ স্ত্রী নিয়ে, আমাকে সংসার ক'রতে বলেন?

রমানাথ। তোমার যদি চোখ থাকতো, তাহ'লে আমায় একথা ব'লে দিতে হ'র্ত্ত না! নগেন অতটা জিদ্ ক'রলে কিসের জোরে—সে জানে, সে বুঝতে পারে—তোমার মত গোঁয়ার নয়—মুখ্যু নয়!

খগেন। আমি মুখ্যু, আমি গোঁয়ার—বেশ, আপনি আপনার বিদ্বান ছেলে, আর লক্ষ্মী বৌ নিয়ে সংসার ক'রবেন। [প্রস্থান।

রমানাথ। থাক আর রাগ ক'রতে হবে না। বিষ নেই কুলোপানা চক্কোর! এই খগেন—এই খগেন—ওটা আবার রাগ ক'রে চ'লে না যায়। না, আজকালকার ছেলে মেয়েদের মেজাজ বোঝা ভার!—ওরে ও খগেন, শোন্, শোন,—আমার হয়েছে ভাল—কাজ কর্ম্ম ব্যবসা বাণিজ্য সব ছেড়ে দিয়ে, বৌ আর ছেলের খোসামুদী করিগে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্রীপতিবাবুর কক্ষ।

(নগেনের প্রবেশ)

নগেন। শ্রীপতিবাবু—শ্রীপতিবাবু বাড়ী আছেন স্যার ?

শ্রীপতি। কে ?

নগেন। আজ্ঞে আমি—একবার এই ঘরের মধ্যে একটু আসুন তো স্যার !

(শ্রীপতি, সারদা ও চন্দ্রার প্রবেশ)

শ্রীপতি। কে, নগেন ?

নগেন। আজ্ঞে হ্যাঁ !

শ্রীপতি। তোমাদের গণ্ডগোল মিটল ?

নগেন। না, স্যার আর একটু পাকলো !

সারদা। কি রকম ?

নগেন। আপনি না হয় নাই শুনলেন, ঘরের কেলেঙ্কারী !

সারদা। ওঃ, আমাকে তুমি ভয় কর ?

নগেন। আজ্ঞে না, ঠিক তা নয়। তবে কিনা, আপনাকে আমার তেমন পছন্দ হয় না !

শ্রীপতি। পছন্দ হয় না !

চন্দ্রা। নগেনবাবু, উনি আমার মা !

নগেন। তা জানি—তা জানি, সে আমায় ব'লে দিতে হবে না। আপনার হ'য়েছে কি জানেন ; আপনার প্রকৃতিতে কতকগুলি মারাত্মক

দোষ আছে ;—অবিশ্যি এখন আর সংশোধনের আশা নেই, উপায়ও নেই। মানে—আপনি অতি দজ্জাল!

চন্দ্রা। নগেন —

নগেন। আমি জানি, আপনার Remedy ছিল, একটী খুব জঁাদরেল শ্বাশুড়ী কিংবা জঁাদরেলতর পুত্রবধূ! কিন্তু, আপনার তো ছেলে নেই—আপনাকে একটু স্নাবিং দেওয়া দরকার—otherwise you are all right.

[redacted]। তুমি চ'লে যাও আমার বাড়ী থেকে।

নগেন। আজ্ঞে হঁ্যা যাচ্ছি! তবে—পাঁচ-সাত মিনিট বাদে—

সারদা। না, আর এক মিনিটও নয়, তুমি চ'লে যাও!

নগেন! কথা আপনার সঙ্গে নয়—চন্দ্রার বাবার সঙ্গে।

শ্রীপতি। বল!

নগেন। আপনি এই দিকে আসুন, আমি একটু জনান্তিকে ব'লব!

শ্রীপতি। জনান্তিকে? আচ্ছা!

নগেন। আপনাকে বার বার কষ্ট দিচ্ছি, কিছু মনে ক'রবেন না! আমি যে প্রস্তাবটা তখন ক'রেছিলাম,—

শ্রীপতি। কোন্ প্রস্তাব?

নগেন। আমার বিয়ে করা দরকার, আমাকে এই মাসেই দু-চার দিনের ভিতরই বিয়ে ক'রতে হবে।

শ্রীপতি। আমি তোমাব সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব না।

নগেন। কেন বলুন তো? পাত্র হিসাবে আমি তো খারাপ পাত্র নই? আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার খুব ভাব।

শ্রীপতি। ভাব!

নগেন। হ্যাঁ, ভাব বই কি। it is almost as bad as making love! সেই জন্যেই তো মুস্কিলে প'ড়েছি।

শ্রীপতি। তোমার বাবা আমাদের শত্রু—তার ছেলেকে মেয়ে দেব কেন?

নগেন। দেখুন, বাবা আর দাদা, এরা খুব shrewd business man, তার ওপর টাকা কড়ি আছে,—আপনি ওদের সঙ্গে শত্রুতা ক'রে খুব সুবিধে ক'রে উঠতে পারবেন না। তবে আমাকে যদি জামাই করেন, আমি স্ত্রীর খাতিরে চাই কি বাবার সঙ্গেও শত্রুতা ক'রতে পারি। বোধ হয় এরূপে পারছেন, বাবার সঙ্গে আমার তেমন বনে না।

শ্রীপতি। তুমি ত বড় ভয়ানক ছেলে হে?

নগেন। আজ্ঞে হ্যাঁ, অথচ আপনার মেয়েকে আমি খুব পছন্দ করি, আমি, বৌদি, আর আপনার মেয়ে—এই তিন জনের যদি মিল হয়—মনের মিল আছেই It we are bonud by the great motive of self interest, I think—বাবাকে আমাদের সঙ্গে সন্ধি ক'রতে হবে।

শ্রীপতি। হুঁ—ভাল—আপাততঃ তোমার প্রস্তাব কি?

নগেন। বাবার সঙ্গে আমি, বৌদির উপর দুর্ব্ব্যবহারের জন্যে non-co-operation ক'রেছি।

শ্রীপতি। Non-co operation ক'রেছ?

নগেন। হ্যাঁ! Non violent non-co-operation. আমি বৌদিকে নিয়ে আলাদা বাসায় থাকবো, সেটা দেখতে ভাল নয়—তা ছাড়া ওঁর একজন সঙ্গিনী দরকার—My wife would be her best companion.—সেই জন্যে আমার খুব শীগ্‌গির বিয়ে ক'রতে হবে।

শ্রীপতি। আচ্ছা, তুমি একটু দাঁড়াও—আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে একবার পরামর্শ করি।

নগেন। আবার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রতে হবে? আপনি দেখছি স্যর ভীষণ স্ত্রৈণ।

শ্রীপতি। না, না, আমার স্ত্রী—মানে, তোমার যিনি শাশুড়ী হবেন—তিনি অত্যন্ত বড় জমিদারের ঘরের মেয়ে, আর—তোমার বাবা একেবারে হেটুরে মুদী ছিলেন কিনা—অবিশ্যি আমার আপত্তি নেই।—

নগেন। একটু ক্ষেমা ঘেন্না ক'রে নিন্ না স্যর—জমিদারীর গুমর আর ক'রবেন না। একেতো আপনাদের আর কিছু নেই। তারপর জমিদারী মানে তো জুচ্চুরী, চুরী, ডাকাতী, প্রবঞ্চনা এক কথায়—exploitations—তার চেয়ে মুদী ঢের ভাল!

[শ্রীপতি ততক্ষণ সারদার কাছে গিয়াছেন—চন্দ্রা নগেনের গা টিপিল

চন্দ্রা। আহা! থাম না—

নগেন। না, না, আমার কাছে ঢাক্ ঢাক্ গুড়্‌গুড়্ নেই—শুনুন স্যর—স্পষ্ট কথা বলি—আমি হয় ত বিয়ে করতাম না, কিম্বা আমার সুবিধা মত, ধীরে সুস্থে, সুশীল ছেলের মত বাবার পছন্দ করা মেয়ে বিয়ে ক'রতাম। কিন্তু আমার তাড়াতাড়ি বিয়ে ক'রবার প্রবৃত্তির জন্যে আপনারা দায়ী।

সারদা। তার মানে?

শ্রীপতি। আর মানের দরকার কি, শোন!

নগেন। না, মানে আমি বলছি—আমার প্রস্তাব এই—হয় আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিন—আর না হয় আমার বৌদিকে আপনাদের বাড়ীতে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে রেখে দিন।

সারদা। কেন, তোমার বৌদি কি ওবাড়ীতে—

নগেন। দাদা আর বাবা যে কাণ্ড ক'রেছেন তারপর ওবাড়ীতে বৌদি থাকতে পারেন না।

শ্রীপতি। আচ্ছা, আচ্ছা—সে ব্যবস্থা পরে হবে—তা তুমি বিনা পণে বিয়ে ক'রতে প্রস্তুত ?

নগেন। মেয়েকে কিছু গয়না দেবেন তো ?

শ্রীপতি। হ্যাঁ, তা দেব বই কি !

নগেন। ব্যাস্—ব্যাস্—আপাততঃ ওতেই হবে।

শ্রীপতি। তোমার বাবার অমতে বিয়ে ক'রলে উনি যদি তোমায় ত্যজ্য পুত্র করেন—সম্পত্তির অংশ না দেন ?

নগেন। ত্যজ্যপুত্র ত ক'রবেনই।

শ্রীপতি। স্ত্রীর ভরণ পোষণ ক'রবে কি ক'রে ?

নগেন। টাকাকড়ি উপার্জ্জনের চেষ্ট ক'রব। না পারি স্ত্রীর গয়না বেচব। —বল্লুম তো—নগদ টাকা না দেন—স্ত্রীর গয়না কিছু দিতে হবে।

শ্রীপতি। (সারদাকে) কি বল ?

সারদা। আচ্ছা। আমি বিবেচনা ক'রে দেখি !

নগেন। আজ্ঞে, বিবেচনাটা এখুনি ক'রতে হবে স্যর ! আপনার মেয়ের খুব মত আছে—ওই দেখুন কি রকম হাসছে—মানুষ খুশী না হ'লে ওরকম হাসতে পারে ? (সকলে হাসিয়া ফেলিল)

শ্রীপতি। সেই ভাল—নগেনের সঙ্গেই চন্দ্রার বিয়ে দেওয়া যাক—

নগেন। তা হ'লে বৌদিকে ডাকি ?

শ্রীপতি। তোমার বৌদি কোথায় ?

নগেন। রাস্তায় গাড়ীতে। বাবার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বৌদিকে নিয়ে কলকাতায় যাচ্ছিলাম—হঠাৎ মনে হ'ল, আপনারা এর জন্যে দায়ী—

শ্রীপতি। নিশ্চয়, আমরাই দায়ী!

সারদা। আমরা নয়—আমি! আমি নিজে মাকে নিয়ে আসছি!

[চন্দ্রাসহ প্রস্থান।

শ্রীপতি। তুমি ব'স নগেন।

নগেন। মাথা গরম হ'য়ে আছে স্যর—আগে একটা হেস্ত-নেস্ত হ'য়ে যাক্—

(ললিতাকে লইয়া সারদা ও চন্দ্রার প্রবেশ)

শ্রীপতি। এস মা এস, ব'স—সব শুনেছ তো—তোমার কাছে আমরা যে অপরাধ ক'রেছি—তার কিছু প্রায়শ্চিত্ত হবে বোধ হয়?

ললিতা। মা—চন্দ্রা আমি আমরা দুই বোন্—আপনার দুই মেয়ে—দেখুন আপনার রাজপুত্রের মত জামাই হবে।

নগেন। তা ছাড়া আপনার মেয়েকে বিয়ে ক'রবার পর আমি আপনাকে আর এক চোখে দেখব—পায়ের ধুলো নেব—প্রণাম ক'রব—মা ব'লে ডাকব—!

শ্রীপতি। তোমাকে তো আমার বেশ ভাল লাগছে হে ছোকরা।

নগেন। আজ্ঞে হ্যাঁ—আমি অত্যন্ত সরল প্রকৃতি!—আমরা এখুনি কলকাতায় যাচ্ছি—কবে আসবো বলুন—আর যদি মত করেন, না হয় দু'একটা দিন থেকে একেবারে স্ত্রীকে সঙ্গে ক'রে যাব।

চন্দ্রা। (জনান্তিকে) না—তোমার এখানে থাকা হবে না।

নগেন। তথাস্তু! তা হ'লে কবে আসবো মা?—বৌদি, এবার তুমি case take up কর! আমার আর ভাল দেখায় না।

ললিতা। বলুন মা, আমরা আবার কবে আসবো?

সারদা। আমার যেমন দুটী পাগলী মেয়ে, তেমনি পাগল জামাই হবে। তোমার প্রাণে বড় কষ্ট দিয়েছি মা—আর তোমাদের ছেড়ে দেব না—তোমরা এইখানে থাক। এতখানি বিরোধের পর, মিল যখন হ'লো—এস, আমার ঘরে এস মা!

শ্রীপতি। তাহ'লে বেয়াই মশায়কে একবার ডেকে পাঠাব নাকি?

সারদা। এইবার জামাইকে নিয়ে বেয়াইয়ের সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া ক'রব; দেখি উনি কত বড় মামলাবাজ! আমিও জমিদারের মেয়ে! জমিদারের গিন্নী! জীবন—জীবন—

শ্রীপতি। আবার জীবন কেন? জীবনকে আমার ললিতা মা বড় ভয় করে!

ললিতা। না, বাবা! আর ভয় নেই। মা রুষ্ট হ'লে, জগত রুষ্ট, মা তুষ্ট হ'লে জগত্ তুষ্ট! আমার প্রাণ থেকে পাষাণের ভার নেমে গেল। তাহ'লে এবার আমি শাঁখটা বাজাই? আমি বরের মাসী, ক'নের পিসী কি না? আয় চন্দ্রা, শাঁখটা কোথায় আছে দেখিয়ে দিবি।

(চন্দ্রাকে লইয়া প্রস্থান
ভিতরে শাঁখ বাজিল)

(জীবনের প্রবেশ)

জীবন। হঠাৎ শাঁখ বাজ্‌ছে—ব্যাপার কি—মা লক্ষ্মীর বিয়ের ঠিক হ'ল নাকি?

সারদা। হ্যাঁ; গ্রামের লোকদের নিমন্ত্রণ ক'রে এসো—আর ললিতার নামে যে কলঙ্ক র'টেছে, সেটা একেবারে ঘুরিয়ে দিতে হবে।

জীবন। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! সে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—আমি একেবারে ঘুরিয়ে দেব। সত্যি আর কতটুকু—সবই সাজন্! রমানাথ-বাবুকে ডাকব না?

সারদা। নিশ্চয়ই না! বেহাইকে আমরা একঘ'রে ক'রবো।

জীবন। ওঃ বটে—বটে! তাহ'লে আমি গোপনে একটা খবর দিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

(ললিতার চন্দ্রাকে লইয়া শাঁখ বাজাইতে বাজাইতে প্রবেশ)

ললিতা। মা, আপনারা একটু ও ঘরে যান্।

[শ্রীপতি ও সারদার প্রস্থান।

নগেন। বৌদি! এবার আমি তোমায় প্রণাম করি—আপাততঃ তুমি আমার gurdian কি না! চন্দ্রা! বৌদি এ বিয়ের বরকর্ত্তা!

ললিতা। কর্ত্তা কি ঠাকুরপো? বল—

নগেন। বরকর্ত্রী!

[জীবন, রমানাথ ও খগেনকে লইয়া প্রবেশ করিল—চন্দ্রা পলাইয়া গেল।

জীবন। আসুন স্যর—নিজের চোখে দেখুন; আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে—

রমানাথ। বৌমা, তুমি এ বাড়ীতে! আর নগেন,--হতভাগা, পাজী, বদ্‌মায়েস—তোর কি লজ্জা আক্কেল কিছুই নেই?

নগেন। কিসের লজ্জা?

রমানাথ। কিসের লজ্জা! শ্রীপতিবাবুর বাড়ীতে বৌমাকে নিয়ে এসেছ?

নগেন। তুমি আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছো; আমি যেখানে যাই না—তোমার দেখবার দরকার কি?

রমানাথ। শ্রীপতিবাবুর মেয়েকে বিয়ে ক'রছিস্?

নগেন। করি ক'রব—না করি না ক'রব!

রমানাথ। আমার অনুমতি নেওয়ার দরকার নেই ?

নগেন। যদি অনুমতি না দাও—হাঙ্গামা বাড়াবার দরকার কি ?

রমানাথ। শ্রীপতিবাবু—শ্রীপতিবাবু—

(শ্রীপতি বাবু ও সারদার প্রবেশ)

শ্রীপতি। রমানাথ বাবু কি মনে ক'রে ?

রমানাথ। আপনি আমার ছেলে ভুলিয়ে এনে, মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন ?

শ্রীপতি। হ্যাঁ, দিচ্ছি !

রমানাথ। না—এ হ'তে পারে না।

সারদা। আপনি একটু মাথা ঠাণ্ডা করুন—নইলে মাথায় ঘোল ঢালতে হবে।

শ্রীপতি। রমানাথবাবু! আমার স্ত্রীর ইচ্ছে ছিল—আপনাকে না জানিয়ে বিয়েটা হয়—যখন এসে প'ড়েছেন, বস্‌তে বলা যাক্—

রমানাথ। হুঁ, তাই দেখছি! বৌমা!

ললিতা। বাবা!

রমানাথ। বাড়ী চল মা—তোমার ঘর দোর, তোমার সংসার খাঁ-খাঁ ক'রছে।

ললিতা। আপনি যা ব'লবেন তাই—

নগেন। দাদা ক্ষমা চাইবে তো ?

রমানাথ। হ্যাঁ, সবাই তোর মত বেহায়া কি না ?

নগেন। (জনান্তিকে খগেনকে) আচ্ছা, পাঁচজনের সামনে মাপ না চাও ;—তাতে কিছু যায় আসে না! গোপনে মাপ চেও!

খগেন। আচ্ছা, তুমি চুপ কর!

সারদা। (শ্রীপতিকে) বেহাইমশায় যখন এসে প'ড়েছেন—তখন, উনিই আশীর্ব্বদে ক'রবেন—কি বল ?

শ্রীপতি। সে তো বটেই! উনি আশীর্ব্বাদ ক'রবেন ছাড়া আর কে আশীর্ব্বাদ ক'রবে!

রমানাথ। আমার বড় বৌমার নামে আর কখনো কলঙ্ক রটবে না তো?

সারদা। কার সাধ্য,—আমার বড় মেয়ের নামে কথা বলে?

জীবন। আপনার বড় মেয়ের নামে কোন কলঙ্ক ছিলও না—তার কথাও নয়! ওটা জমিদারী সেরেস্তার পাটোয়ারী বুদ্ধির প্যাঁচ! ও ধাক্কা কি আর দোকানদার সামলাতে পারে! যাক্—এখন জমিদারের সঙ্গে কুটুম্বিতা হচ্ছে,—ঠেলা বুঝবেন। এক ধাক্কায় আপনার চিনির কল রইল বিশ বাঁও জলের নীচে।

সারদা। খগেন, বাবা! এই দিকে এস। আমি ব'লছি বাবা, আমার বড় মেয়ের কোন কলঙ্ক নেই।– তুমি মনে ক্ষোভ ক'র না বাবা!

[ললিতার প্রস্থান।

শ্রীপতি। আচ্ছা, রমানাথ বাবু—বেহাই মশাই—আসুন আমার খাস কামরায় ব'সবেন চলুন!

রমানাথ। না, না—আমি আর বেশীক্ষণ থাকবো না!

শ্রীপতি। সে কি হয় বেহাই মশায়; নতুন কুটুম্বিতা হ'লো—আশীর্ব্বাদ হবে;—মিষ্টি মুখ হবে—তবে তো?

জীবন। বিশেষ জমিদার বাড়ীর মিষ্টিমুখ; তার নাম রাত সাড়ে এগার-টায়—আমি তো সবে বাজার ক'রতে যাচ্ছি! [প্রস্থান।

(ললিতা ও চন্দ্রার প্রবেশ)

ললিতা। বাবা, আপনার ছোট বৌমা! (চন্দ্রা প্রণাম করিল)

নগেন। ছোট ছেলে বাবা— (প্রণাম করিল)

[নেপথ্যে শাঁখ বাজিল।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

তৃতীয় অঙ্কে চন্দ্রা যে কীর্ত্তন গান গাহিতেছে বলিয়া নির্দ্দেশ আছে— সে গানখানির পরিবর্ত্তে সম্প্রতি নিম্নলিখিত গানখানি নাট্যনিকেতনের অভিনয়ে গাওয়া হইতেছে।

চন্দ্রার গান

অপরূপ শ্যামের হাসি!
(দেখনু) নাচত কুঞ্জে, নন্দদুলালা
বাজায় মোহন বাঁশী ॥
নুপুর নি[illegible] মোহত জন জন
খেলত যমুনা উজানা—
প্রেম সলিল সখি, ক্যায়্সে নিবারব
যুগ যুগ শ্যাম-পিয়াসী ॥
